বিশেষ সংখ্যা

ঈদ ও পুণ্য সপ্তাহ

প্রকাশনার ৮৫ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ১২ ❖ ৩০ মার্চ – ৫ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

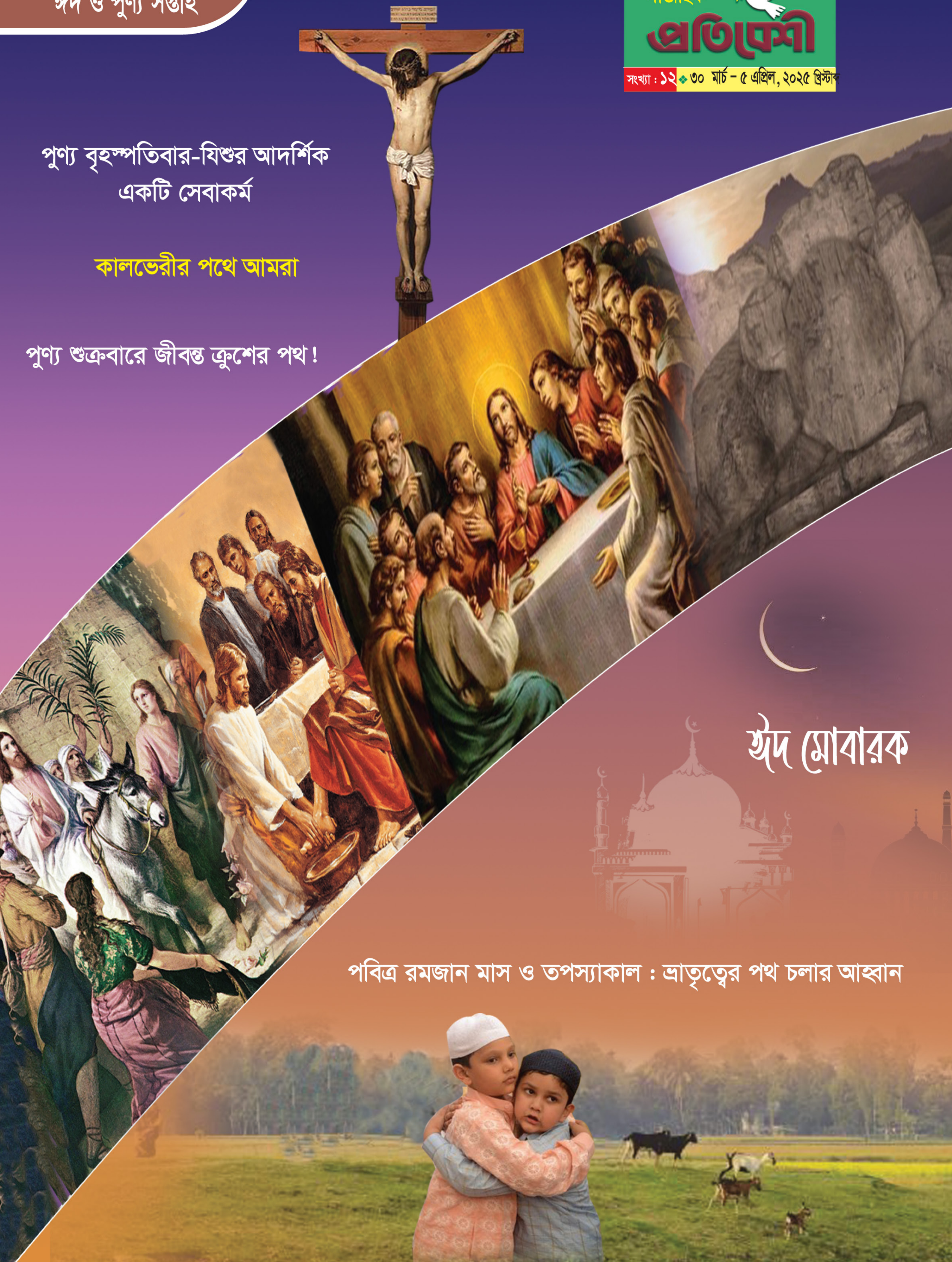

পুণ্য বৃহস্পতিবার-যিশুর আদর্শিক একটি সেবাকর্ম

কালভেরীর পথে আমরা

পুণ্য শুক্রবারে জীবন্ত ক্রুশের পথ !

ঈদ মোবারক

পবিত্র রমজান মাস ও তপস্যাকাল : ভ্রাতৃত্বের পথ চলার আহ্বান

“দাও প্রভু দাও তাদের অনন্ত জীবন”

প্রয়াত পিটার রোজারিও
জন্ম: ১৪ মে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
মাল্লা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

প্রয়াত আগাথা পেরেরা
জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
মাল্লা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

প্রিয় বাবা ও মা,

বাবা তোমাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলার ১৩টি বৎসর অতিবাহিত হলো। তার ৭ বৎসর পর আমাদের ৮ ভাই-বোনকে এতিম করে মা'ও পরমদেশে ঈশ্বরের গৃহে চলে গেলো। তোমরা আমাদের মাঝে নেই একথা বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়।

বাবা ও মা, তোমরা চলে গেলেও আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে গেঁথে আছো, তোমরা ছিলে ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহায্যকারি ও ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি।

বাবা ও মা, তোমরা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের সুন্দর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পথ চলতে পারি।

সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মেয়ে জামাইরা : প্রয়াত নিকোলাস, টমাস, বিমল, মনিল ও ফিলিপ
মেয়েরা : মুকুল, সিস্টার অঞ্জনা এমসি, কনক, বাসন্তী, রীনা ও রীপা
ছেলে : শেখর ভিক্টর ও প্রবীর পলিকাপ
নাতি-নাতনি : রনা, রনি, রুনা, রাখি, চিত্রা, লিটন, লিপি, লাকী, রিকি, রকি, রিয়া, রেক্সি, রিচেল, সুহৃদ, সৈকত, শ্রেয়সী, শ্রেয়া, স্মিথা॥

বিজ্ঞ/৭৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১২
৩০ মার্চ- ০৫ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৬ চৈত্র - ২২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

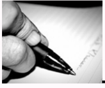

সম্পাদকীয়

আনন্দ সহভাগিতা ও পুণ্যতা অর্জনের মেলবন্ধনে পবিত্র ঈদ ও পুণ্যসপ্তাহ পালনের আহ্বান

একমাস সিয়াম সাধনার যাত্রা শেষ করে ঈদের আনন্দ সহভাগিতা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বের মুসলিম ভাইবোনেরা। একজন মুসলিম রোজাদারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো আল্লাহ্তালার আদেশ অনুযায়ী মাসব্যাপী রোজা রাখার সুযোগ পাওয়া। সুযোগ দানের খুশিতে রমজান মাসের শেষে ঈদের আনন্দে মাতে সকল মুসলিম ভাইবোনেরা।

ঈদ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমগণ পারস্পরিক সহযোগিতায় একপ্রাণ হবেন এটিই প্রত্যাশা করা হয়। ঈদ মনকে দেয় আনন্দ। বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় ভালোবাসা-প্রীতি। আত্মীয়দের প্রতি তৈরি করে সহানুভূতি। সর্বোপরি মানুষের অন্তরে দয়া-মমতার বার্তা নিয়ে আসে দিনটি। ঈদ প্রকৃতপক্ষে ধনী-গরীব, সুখী-অসুখী, আবালবৃদ্ধবনিতা সব মানুষের জন্য নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকারের শিক্ষা দেয়। প্রতি বছর ঈদ আসে আমাদের জীবনে আনন্দ আর সীমাহীন প্রেম প্রীতি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে। তাই এ দিনে সব কালিমা আর কলুষতাকে ধুয়ে মুছে হিংসা দ্বেষ ভুলে পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবো। যাতে করে আমরা সকলে নির্মল আনন্দো সহভাগী হতে পারি।

মাণ্ডলিক উপাসনা-বর্ষে তপস্যাকালীন যাত্রার শেষের দিকে শুরু হয় পুণ্য সপ্তাহ বা মহাসপ্তাহ। তালপত্র রবিবারের মধ্য দিয়ে যার শুরু। যিশুকে তৎকালীন লোকেরা রাজা বলে স্বীকার করে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের যে শোভাযাত্রা করেছিল তা-ই স্মরণ করি তালপত্র রবিবারে। পুণ্যসপ্তাহে (পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্যশুক্রবার ও পুণ্য শনিবার) খ্রিস্টবিশ্বাসীভক্তগণ যিশুর জীবন নিয়ে গভীর ভাবে ধ্যান করেন। ঈশ্বর কী ভাবে তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এ জগতে পাঠিয়ে মানবজাতির মুক্তি সাধন করেছেন সেই পরিত্রাণ রহস্য বুঝতে, বিশেষ করে যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপলব্ধি করতে এই পুণ্য সপ্তাহে আমরা বিশেষভাবে চেষ্টা করি। আর সাথে সাথে আমাদের নিজ জীবনের মুক্তিলাভের বিষয়ে সচেতনতা লাভ করি। নিজেরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করার সংকল্প গ্রহণ করি। ফলশ্রুতিতে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা যিশুর জীবনের কষ্ট-যাতনার সাথে মিলিয়ে নিজেরা শক্তি লাভ করি জীবনের নানা প্রতিকূলতায় খ্রিস্টসাক্ষ্য দানের জন্য। প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টযাগে যথার্থভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁর পুণ্যদেহ বা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি তখন একটি সাক্ষ্য ও আদর্শ দান করি। ভালোবাসার কারণে যেকোন কষ্ট গ্রহণ করা সম্ভব। আর যিশু ক্রুশ মৃত্যু বরণ করার মধ্য দিয়েই তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ক্রুশের উপর থেকে ক্ষমা দান করে স্থাপন করেছেন অনন্য এক আদর্শ। আদি পাপের ফলে ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল; ক্রুশ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যিশু তা পুনঃস্থাপিত করলেন। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন আমাদের হিংসা, রাগ, অহংকার, স্বার্থপরতা, মিথ্যা, রেষারেষি, দ্বন্ত, বাহাদুরি ইত্যাদির সমাপ্তি ঘটাই। আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে এসকল অপবোধের সমাপ্তি ঘটাতে পারলেই আমরা পুনরুত্থানের প্রকৃত আনন্দ পেতে পারব।

পুণ্য সপ্তাহে যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপলব্ধি করার সাথে সাথে আমরা আমাদের নিজ জীবনের মুক্তিলাভের বিষয়ে সচেতনতা লাভ করি। নিজেরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করার সংকল্প গ্রহণ করি। ফলশ্রুতিতে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা যিশুর জীবনের কষ্টের সাথে মিলিয়ে নানা প্রতিকূলতায়ও খ্রিস্টসাক্ষ্য দানের জন্য শক্তি লাভ করি। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাদেরকে প্রতিদিনের ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করতে সহায়তা করবেন।

এবারের ঈদ ও পুণ্যসপ্তাহে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা রাষ্ট্র ও সমাজ সব সমস্যা-সংকট কাটিয়ে উঠুক। মজবুত হোক আমাদের জাতীয় ভ্রাতৃত্ববোধ। সব ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল-মতের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অটুট বন্ধন। সহনশীলতা, সহাবস্থান ও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা হোক সমাজের সর্বত্র। ঘুচে যাক বৈষম্যের দেয়াল। ঈদের আনন্দে ধুয়ে মুছে যাক সব দুঃখ-গ্লানি। ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে। ঈদ মোবারক। †

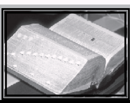

কারণ এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল। (লুক ১৫:১-৩, ১১-৩২)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

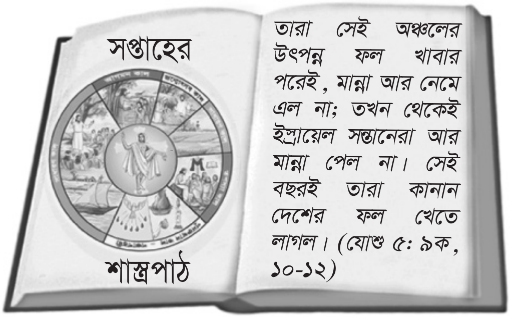

তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খাবার পরেই, মান্না আর নেমে এল না; তখন থেকেই ইস্রায়েল সন্তানেরা আর মান্না পেল না। সেই বছরই তারা কানান দেশের ফল খেতে লাগল। (যোশু ৫: ৯ক, ১০-১২)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩০ মার্চ - ০৫ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৩০ মার্চ, রবিবার

যোশু ৫: ৯ক, ১০-১২, সাম ৩৪: ২-৩, ৪-৫, ৬-৭, ২ করি ৫: ১৭-২১, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২ *(কারিতাস রবিবার)*

৩১ মার্চ, সোমবার

ইসা ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১২, যোহন ৪: ৪৩-৫৪

০১ এপ্রিল, মঙ্গলবার

এজে ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৯, যোহন ৫: ১-১৬

০২ এপ্রিল, বুধবার

ইসা ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩গঘ-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০

০৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২০, ২১-২২, ২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭ ***পাওলার সাধু ফ্রান্সিস**, সন্ন্যাসী-এর স্মরণ দিবসটি উপাসনা বিধি মেনে সীমিত পরিসরে পালন করা যেতে পারে।*

০৪ এপ্রিল, শুক্রবার

প্রজ্ঞা ২: ১, ১২-২২, সাম ৩৪: ১৭-১৮, ১৯-২০, ২১, ২২, যোহন ৭: ১-২, ১০, ২৫-৩০ ***সাধু ইসিদোর**, বিশপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবসটি উপাসনা বিধি মেনে সীমিত পরিসরে পালন করা যেতে পারে।*

০৫ এপ্রিল শনিবার

যেরে ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ২-৩, ৯খগ-১০, ১১-১২, যোহন ৭: ৪০-৫৩ ***সাধু ভিনসেন্ট ফেরের**, যাজক-এর স্মরণ দিবসটি উপাসনা বিধি মেনে সীমিত পরিসরে পালন করা যেতে পারে।*

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ মার্চ, রবিবার

+ ১৯৬০ ফা. রেমন্ড কেমেন্ট, সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফা. যাকোব এসেলবোর্ণ, এমএম
+ ২০10 সি. এম. জিতা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৩১ মার্চ, সোমবার

+ ২০০৬ ব্রা. ফারনান্ড মাদোরে, সিএসসি
+ ২০১৫ সি. মেরী বোনাভেঞ্চার, আরএনডিএম

০২ এপ্রিল, বুধবার

+ ১৯৮০ ব্রা. জি ক্যাম্পানিওলো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফা. জর্জ লাপ্রাদ, সিএসসি

০৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭৭ ফা. আন্তনী গমেজ (ঢাকা)
+ ২০২২ ফা. আলেজান্দ্রো রাবানল, সিএসসি (ময়ঃ)

০৪ এপ্রিল, শুক্রবার

+ ১৯৭০ সি. মারী এষ্টেল ও'ব্রায়েন, সিএসসি
+ ১৯৭১ ফা. মারিও ভেরনেসী, এসএক্স (খুলনা)

০৫ এপ্রিল শনিবার

+ ১৯৫৯ ফা. লুইস লাজারুস, সিএসসি
+ ২০২০ সি. ইদা জুচ্চোলি, এমপিডিএ (ঢাকা)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

॥ খ ॥ মানুষের মধ্যে সমতা ও বিভিন্নতা

১৯৩৪ এক ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণ দ্বারা সমভাবে মণ্ডিত সকল মানুষের প্রকৃতি ও উৎস এক। খ্রীষ্টের বলিদানের দ্বারা মুক্তি লাভ ক'রে সব মানুষ একই ঐশ পরমসুখের সহভাগী হওয়ার জন্য আহূত: অতএব সকল মানুষেরই রয়েছে সমান মর্যাদা।

১৯৩৫ মানুষের সমতা সত্তাগতভাবে মানবব্যক্তির মর্যাদার উপর, এবং তা থেকে উৎসারিত মানুষের অধিকারসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত :

লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, সামাজিক অবস্থা, ভাষা বা ধর্মের উপর ভিত্তি ক'রে মানুষের ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন সামাজিক বা কৃষ্টিগত বৈষম্য ঈশ্বরের পরিকল্পনাজাত নয় বিধায়, তা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ও উচ্ছেদ করতে হবে।

১৯৩৬ এই জগতে এসে মানুষ তার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর অধিকারী সে হয়নি। অন্যদেরকেও তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বয়স, দৈহিক সক্ষমতা, বুদ্ধিগত বা নৈতিক দক্ষতা, সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, এবং সম্পদ বন্টনের কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। মানুষের নিকট "মোহর" সমভাবেও বন্টিত হয় না।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

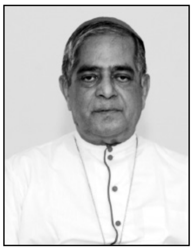

৪ এপ্রিল বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"-এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলমান ভাই-বোনদেরকে পবিত্র ঈদুল-ফিতর এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। **ঈদ মোবারক**। বিশেষ কারণে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর (০৬ এপ্রিল - ১২ এপ্রিল) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। তাই পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ হবে ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। **পুনরুত্থান** উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসরের জন্য গল্প ও অঙ্কিত ছবি আগামী **২৯ মার্চ**-এর মধ্যে পাঠানোর আহ্বান করছি। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

রবিবাসরীয়
রবিবাসরীয়

ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু

তপস্যাকালের ৫ম রবিবার

১ম পাঠ : ইসাইয়া ৪৩:১৬-২১
২য় পাঠ: ফিলিপ্পীয় ৩:৮-১৪
মঙ্গলসমাচার: যোহন ৮:১-১১

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজকে আমরা মণ্ডলীতে পালন করছি তপস্যাকালের ৫ম রবিবার। আজকের শাস্ত্রবাণীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে যেন আমরা ঈশ্বরের করুণা, দয়া ও ভালোবাসা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা করতে পারি এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে যায়, যারা পাপ করে, মন্দতার পথে হাঁটে তাদেরকে যেন আমরা এই দয়া ও করুণা সহভাগিতা করতে পারি। আজকের শাস্ত্র পাঠগুলো আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানায় যেন আমরা অন্যদেরকে দয়া দেখাতে পারি এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে পারি, সক্রিয়ভাবে ঈশ্বর ও অন্যদের সাথে পুনর্মিলন করতে পারি।

আজকের ৩টি শাস্ত্রপাঠের কেন্দ্রীয় মূলভাব হলো দয়াশীল ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা। আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেন আমরা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে গণ্য না করি এবং অন্যদের বিচার করতে তৎপর না হই কারণ ঈশ্বর পাপীদেরকে, যারা বিপথে যায় তাদেরকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান, সুযোগ করে দেন, কাছে টেনে নেন ও আগলে রাখেন।

আজকের ১ম শাস্ত্রপাঠে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে দয়ালু ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনেন। এটা আমাদের সামনে এই তপস্যাকালে আশা জাগিয়ে তোলে - যদিও আমরা ইস্রায়েল জাতির লোকদের মত পাপ করি তবুও ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন এবং আমাদের পাপময় অবস্থা থেকে মুক্ত করেন ও নতুন জীবন প্রদান করেন।

২য় শাস্ত্রপাঠে ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল খ্রিস্টভক্তদের পাপময় অতীতকে বর্জন করে খ্রিস্ট-নির্দেশিত নতুন পথে চলার পরামর্শ দেন। এই শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখি সাধু পল নিজেকে দয়ালু পিতার একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী হিসেবে তুলে ধরেছেন যিনি সম্পূর্ণরূপে যিশু খ্রিস্টেতে বিশ্বাসের গুণে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর জীবন আজকের মঙ্গলসমাচারের যে প্রেরণাবাণী “যাও, আর পাপ করো না”, তার প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ। পল যিশুকে এতই ভালোবাসতে পেরেছেন যে তাঁর কাছে সবকিছুই ক্ষতি বা লোকসান বলে মনে হয়। এই ভালোবাসার দরুণ পল যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে ইচ্ছুক।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজকের মঙ্গলসমাচার ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমার ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। গত রবিবার আমরা সাধু লুকের মঙ্গলসমাচার থেকে অপব্যয়ী পুত্র ও দয়ালু ক্ষমাশীল পিতার উপমা কাহিনী শুনেছিলাম। আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা কোন উপমা কাহিনী নয় কিন্তু সত্যিকার একটি ঘটনা শুনেছি যেটির মূলেও রয়েছে দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা। আজকের মঙ্গলসমাচারের মূল চরিত্র হচ্ছে একদিকে শাস্ত্রী ও ফরিসীর দল এবং অন্য দিকে যিশু নিজে এবং তাদের মাঝখানে তৎকালীন সমাজের চোখে ঘৃণ্য, পাপিষ্ঠা, পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার যোগ্য সেই ব্যভিচারী নারী, শাস্ত্রী ফরিসীদের ভাষ্য অনুযায়ী সে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল। মঙ্গলসমাচারের এই চিত্রকল্পটি আমরা কল্পনা করতে পারি- ব্যভিচারী নারীকে মাঝে রেখে একদিকে দয়া ও ক্ষমা এবং অন্য দিকে স্বঘোষিত ধার্মিকদের হিংস্রতা।

যারা ঐ নারীটিকে দোষী করতে ও বিচার করতে এসেছিল তাদের প্রতি যিশুর উত্তর ছিল: “আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ বা আপনাদের মধ্যে যিনি কখনো কোন পাপ করেন নি তিনিই প্রথমে পাথর ছুঁড়ে মারুন!” যিশুর এই উক্তি অন্যদের বিচার করতে চাওয়ার আমাদের মানবীয় ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমাদের সবার জন্যই একটি সতর্কবার্তা। এটি ঐশ করুণা, দয়া ও ক্ষমার একটি গভীর শিক্ষা।

আজকের মঙ্গলসমাচারের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী অংশ হল- যিশুর এই কথায় বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সবাই সরে পড়েছিলেন। রইলেন শুধু যিশু একাই ও তার সামনে সেই নারীটি। সাধু আগষ্টিন এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন: “যেন সামনাসামনি দুঃখ আর দয়া।” যিশু পাপকে প্রশ্রয় দেননি, তুচ্ছও করেন নি। তবে তিনি কারও বিচার করতে পৃথিবীতে আসেন নি। এসেছেন মুক্তি দিতে। তিনি এই ঘটনায় যেমন পাপিনী নারীর অন্তরে পবিত্র জীবনের সংকল্প জাগিয়ে তুলে ক্ষমা করেছিলেন। পাপী হিসেবে আমরা অন্যদের পাপ বিচার করার ক্ষেত্রে অযোগ্য। আমরা সবাই আমাদের পাপের কারণে ঈশ্বরের সামনে দোষী। তবুও, যিশু আমাদেরকে দয়া দেখান, ক্ষমা করেন ও কাছে টেনে নেন এবং আজকের মঙ্গলসমাচারের মত আমাদেরকেও আহ্বান করেন, যাও, আর পাপ করো না।

আজকের মঙ্গলসমাচারে ফরিসী ও শাস্ত্রীরা যারা ছিলেন সমাজের হর্তাকর্তা তারা ব্যভিচারী নারীটিকে নিয়ে এসেছেন। তাদের বিধানের নিয়ম অনুসারে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল ‘পাথর’ ছুঁড়ে মারা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ঐ পুরুষটি কোথায়? ঐ পুরুষটিও তো হাতে নাতে ধরা পড়েছে! তাহলে ঐ পুরুষটি কি বিচারে দণ্ডিত হবে না? আজকের বাস্তবতায় প্রায় দুই হাজার বছর পরেও সমাজে, পরিবারে নারীদের প্রতি আমাদের মনোভাব কি খুব বেশী পরিবর্তিত হয়েছে? পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে আজও কত নারীকে এভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়, পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়। আজকের মঙ্গলসমাচার তাই আমাদের জন্য শিক্ষা নিয়ে আসে যেন আমরা নারীদের প্রতি আমাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারি।

আজকের দিনেও আমরা অন্যদের বিচার করি এবং পাথর ছুঁড়ে মারি। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, “কোথায় বা কখন পাথর ছুঁড়ে মারলাম?” আজকের সমাজ বাস্তবতায় বিভিন্ন ধরণের রঙ-বেরঙের পাথর আমরা ছুঁড়ে মারি। এই পাথর হচ্ছে - সমালোচনা, পরচর্চা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, অন্যকে দোষারোপ, কুৎসা রটনা ইত্যাদি।

তাই আসুন খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, আমরা অন্যদের বিচার না করে অন্যের প্রতি দয়া দেখাই, অন্যকে ভালোবাসি এবং সমাজে ও মণ্ডলীতে দয়াশীল ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা আমাদের জীবনে প্রকাশ করি।

পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতর ২০২৫ উপলক্ষ্যে

ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক দপ্তর হতে শুভেচ্ছা বাণী

“খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ: একত্রিত হয়ে উঠতে আমরা যা আশা করি।”

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

রমজান মাসের শুরুতেই ভাতিকান রাষ্ট্রে অবস্থিত পোপীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ দপ্তর আপনাদের জানায় উষ্ণ ও বন্ধুসুলভ শুভেচ্ছা। রোজা বা উপবাস, প্রার্থনা ও সহভাগিতা এই সময়টি হল ঈশ্বরের আরো কাছে আসার এবং ধর্মীয় কতকগুলো মৌলিক মূল্যবোধ: দয়া, করুণা ও ঐক্যবদ্ধতায় নিজেদের জীবন নবায়ন করার একটি উত্তম সুযোগ। এই বছর খুবই কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছে রজমান ও খ্রিস্টীয় উপবাস বা তপস্যাকাল যা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য উপবাস, প্রার্থনা ও খ্রিস্টেতে মন পরিবর্তন করার একটি সময়। আমাদের ধর্মীয় পঞ্জিকা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের একই সময়ে আত্মশুদ্ধি, প্রার্থনা ও দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে একসাথে পাশাপাশি পথ চলতে সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা যারা কাথলিক খ্রিস্টান, আপনাদের সাথে এই সময়টি নিয়ে সহভাগিতা করা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়, কেননা এই কালটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই পৃথিবীতে আমরা সবাই তীর্থযাত্রী এবং এই যাত্রাপথে আমরা অধিকতর উত্তম জীবনযাপন করার উপায় খুঁজে পেতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাই। এই বছর কীভাবে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা একসাথে অধিকতর উত্তম জীবন-যাপন করতে পারি, শুধু এই বিষয়টি নিয়েই আপনাদের সাথে অনুধ্যান করতে চাই না, বর্তমান এই আশার-অন্বেষী পৃথিবীতে কীভাবে আমরা খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে উঠতে পারি, এই বিষয়টিও ধ্যান ও সহভাগিতা করতে চাই। আমরা কি নিছক একটি অধিকতর উত্তম জগত গড়ার কর্মী হতে চাই, নাকি সকল মানবজাতির সাথে ঈশ্বরের বন্ধুত্বের সাক্ষ্য বহন করে খাঁটি ভাইবোন হয়ে উঠতে চাই?

আমরা কাথলিক খ্রিস্টভক্ত, আমাদের কাছে উপবাসের মাসটি উপস্থিত হয় অন্তরগভীর থেকে রূপান্তর হিসাবে। খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে মুসলমানগণ তাদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেন এবং সেই দিকেই ফিরে আসেন যা নিতান্তই প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক শৃঙ্খল এই সময়টি আমাদের ঈশ্বরভক্তি মূল্যবোধটি চর্চা করার আহ্বান জানায় যা আমাদেরকে ঈশ্বরের আরো কাছে নিয়ে আসে এবং অপরের প্রতি আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়। আপনারা জানেন যে, খ্রিস্টধর্মের ঐতিহ্যে, পবিত্র উপবাসকাল একই ধরণের পথ অনুসরণ করার আমন্ত্রণ জানায়: উপবাস, প্রার্থনা ও ভিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের হৃদয় মনকে পরিশুদ্ধ করার পথ খুঁজি এবং সেই তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি যিনি আমাদের জীবনকে পরিচালনা করেন, দিকনির্দেশনা দেন। এই আধ্যাত্মিক অনুশীলনসমূহ, যদিও ভিন্নতরভাবে প্রকাশিত, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস শুধুই একটি বাহ্যিক প্রকাশই নয়, পক্ষান্তরে এটি হল অন্তর-গভীরের পরিবর্তনের একটি উপায়।

বর্তমান পৃথিবীতে, যেখানে অন্যায্যতা, বিরোধ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেখানে একই ধরণের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চাইতেও অধিক কিছু আমাদের সবার কাছে আহ্বান রয়েছে। আমাদের এই পৃথিবী ভ্রাতৃত্ব ও খাঁটি সংলাপের জন্য তৃষিত। আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এমনতরো মতবাদ ইতিহাসে দেখা গেলেও খ্রিস্টান ও মুসলমানগণের মধ্যে গভীর আস্থা নিয়ে একসাথে আশার সাক্ষ্য বহন করা এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। আশা এখন আর আশাবাদ নয় বরং এটি একটি গুণ বা মূল্যবোধ যা আমাদের সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার মূল শিকড়ে গাঁথা। প্রিয় মুসলমান বন্ধুগণ, ঐশকরুণার উপরে আস্থা রেখে আপনারা আপনাদের আশাকে পরিপুষ্ট করে তোলেন যা আপনাদের পাপমোচন করে এবং আপনাদেরকে পরিচালিত করে। আমরা খ্রিস্টানগনও সুনিশ্চিত যে, ঈশ্বরের প্রেম সকল প্রকার পরীক্ষা ও বাধা-বিপত্তির চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী।

সেজন্যেই আমরা মানবতায় ভাই ও বোন হয়ে একত্রিত হয়ে উঠতে চাই যারা একে অন্যকে সম্মান-স্বীকৃতি দান করে। আমাদের একটি সম্পদ হলো আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি যা আমাদের পার্থক্যসমূহেরও উর্ধ্বে গিয়ে আমাদেরকে একত্রিত করে দেয়। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা সবাই আধ্যাত্মিক, দেহধারী, প্রেমময় সৃষ্টি, যারা মর্যাদা ও পারস্পরিক সান নিয়ে বসবাস করার জন্য আহূত। অধিকন্তু, আমরা সকল প্রকার বিরোধ, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নকরণকে পরিত্যাগ করেই এই পবিত্র সম্মান ও মর্যাদার অভিভাবক হওয়ার প্রত্যাশা করি। এই বছর রমজান ও তপস্যাকাল আমাদের দু'টি ধর্মীয় ঐতিহ্য যখন একসঙ্গে একই বিন্দুতে গাঁথা, তখন বিশ্বকে দেখাবার একটি অপূর্ব সুযোগ আমাদের রয়েছে যে, জনগণ ও সমাজকে বিশ্বাস বদলে দিতে পারে; আর এটিই হল ঐক্য ও পুনর্মিলনের একটি বেগবান শক্তি।

এমন একটি পৃথিবী যেখানে “প্রাচীরের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, দেয়াল গড়ে তোলা, হৃদয়ের দেয়াল নির্মাণ করা, দেশে দেশে দেয়াল নির্মাণ করার প্রলোভন রয়েছে, যাতে অন্য সংস্কৃতি ও অন্য জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না হয়” এমন প্রলোভন আবার নতুন করে জেগে উঠেছে (পোপ ফ্রান্সিস, ভ্রাতৃসকল ২৭), সেখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ হল সংলাপের মধ্য দিয়ে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যার ভিত্তিমূল হল ভ্রাতৃত্ব। আমরা শুধুই সহাবস্থানই করতে চাইনা, আমরা চাই সততা ও পারস্পরিক সম্প্রীতিতে একসাথে বসবাস করতে। বিভিন্ন মূল্যবোধ, যেমন ন্যায্যতা, করুণা এবং সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, এগুলোর দ্বারা আমাদের কাজ ও সম্পর্ককে উৎসাহিত করা উচিত এবং দেয়াল নির্মাণের চাইতে সেতুবন্ধন স্থাপন করা, বিবাদ-বিরোধের চাইতে ন্যায্যতা প্রতিরক্ষা করা, পরিবেশ ধ্বংসের চেয়ে এর সুরক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের দিকনির্ণয় যন্ত্রের মতই কাজ করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস এবং এর গুরুত্ব আমাদের এমনই কণ্ঠস্বর হতে সাহায্য করবে যা অন্যায়-উদাসীনতার বিরুদ্ধে উচ্চরবে কথা বলবে এবং মানব বৈচিত্রের সৌন্দর্য ঘোষণা করবে।

এই পবিত্র রমজান মাসে এবং আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উৎসবে আমরা এই আশা আপনাদের সাথে সহভাগিতা করে খুশী ও আনন্দিত। আমাদের প্রার্থনা ও ঐক্যের প্রতিকী চিহ্নগুলো এবং শান্তির জন্য আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ হয়ে উঠুক আপনাদের সাথে আমাদের ভ্রাতৃত্বের দৃশ্যনীয় চিহ্ন। এই মহোৎসব হয়ে উঠুক মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ করার একটি সুযোগ, যেখানে আমরা একত্রে উদ্‌যাপন করতে পারি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা। সহভাগিতার এমনতর অতি সাধারণ কিন্তু সুগভীর মুহূর্তগুলো হল আশার বীজ যা আমাদের সমাজ ও গোটা বিশ্বকে বদলে দিতে পারে। আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে উঠুক সতেজময় বায়ুপ্রবাহ এমন এক পৃথিবীর জন্য যা শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের জন্য তৃষিত!

এই রমজান চলাকালে আপনাদের রোজা ও অন্যান্য ভক্তিময় অনুশীলন এবং পবিত্র ঈদুল-ফিতর উদযাপন যা রমজানকালের উপসংহার, আপনাদের জন্য নিয়ে আসুক শান্তি, আশা, ভ্রাতৃত্ব ও আনন্দের ফলভাণ্ডার।

ভাতিকান থেকে প্রেরিত, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ।

KJGeorge

জর্জ যাকোব কার্ডিনাল কূভাকাদ
(দপ্তর প্রধান)

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কদিথুওয়াক্কু জানাকারাৎনে কানকানামালাগে
(দপ্তর সচিব)

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা বাণী

পবিত্র রমজান ও তপস্যাকালঃ ভ্রাতৃত্বে পথ চলার আহ্বান।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

সবার প্রতি পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন আপনাদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিশপীয় এই কমিশন কামনা করে আপনাদের জন্য এই ত্যাগ ও সিয়াম সাধনার মাসের পুণ্য আশীর্বাদ এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি।

উপাসনার পঞ্জিকা অনুসারে আপনাদের পবিত্র রমজান এবং খ্রিস্টানদের পবিত্র উপবাস বা তপস্যাকাল এই দুইটি সময় শুরু খুব কাছাকাছি: রমজান মার্চ মাসের ০২ তারিখে শুরু হয়েছে এবং খ্রিস্টীয় তপস্যাকাল মার্চ মাসের ০৫ তারিখে শুরু হয়েছে। মনে হয় এই কাছাকাছি অবস্থান আমাদের পরস্পরকে পাশাপাশি পথ চলতে এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে আহ্বান জানায়।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, পবিত্র রমজানে রোজা রেখে ও বিভিন্ন দয়ার কাজ করে আপনারা ঈশ্বরের তৌফিক লাভ করার সাধনা করেন; আর খ্রিস্টীয় উপবাস বা প্রায়শ্চিত্তকালে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা উপবাস, প্রার্থনা ও ভিক্ষাদানসহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শুধুই বাহ্যিকভাবেই নয়, অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে সাধনা করে। তা ছাড়া এই সময় তারা ঈশ্বরের সাথে, মানুষের সাথে এবং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক নবায়ন করে। প্রকাশ্যে যদিও রয়েছে ভিন্নতা তথাপি উভয় ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ কতই না সমান্তরাল। এ যেন মাহে রমজান ও তপস্যাকালে ধর্মীয় জীবনে এক সাথে ভ্রাতৃত্বে পথ চলা!

হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায় অরাজকতার এই পৃথিবী এমন ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক, ভ্রাতৃপুনর্মিলন, শান্তি-সম্প্রীতির জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত; পিপাসিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও। এমনতরো বাস্তবতার মাঝে বাংলাদেদেশের খ্রিস্টান-মুসলমান ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি-সম্প্রীতি শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, গোটা পৃথিবীর কাছে হয়ে উঠতে পারে একটি দৃশ্যনীয় দৃষ্টান্ত। বর্তমানে অসুস্থ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পোপ ফ্রান্সিসের সুস্থতা কামনা করে অনেক উচ্চপর্যায়ের ইমাম, হুজুর ও অন্যান্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইবোন সৃষ্টিকর্তার কাছে মোনাজাত করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। পোপ মহোদয় তাঁর পালকীয় পত্র, যার নাম *Fratelli Tutti* (ফ্রাতেল্লী তুত্তি), অর্থ হচ্ছেঃ ভ্রাতৃত্বে আমরা সবাই, এই পালকীয় পত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

আসুন, এই পবিত্র রমজান মাসে এবং পবিত্র উপবাস বা তপস্যাকালে আপনারা ও আমরা সিয়াম সাধনা করি, সৃষ্টিকর্তার শত অনুগ্রহ লাভ করি। পবিত্র রমজানের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে খুশীর উৎসব হলো ঈদুল-ফিতর এবং চল্লিশ দিনের খ্রিস্টীয় তপস্যাকালের শেষ সপ্তাহে যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর স্মরণে গুড ফ্রাইডে এবং মৃত্যু থেকে যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান মহোৎসব হলো ইস্টার সানডে।

পবিত্র রমজান এবং পবিত্র ঈদুল ফিতরের আশীর্বাদ, তৌফিক মহান আল্লাহ্‌তালা আপনাদের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে দান করুন। বিশপীয় এবং জাতীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন আপনাদের সবাইকে মাহে রমজানের সৃষ্টিকর্তার তৌফিক ও রহমত কামনা করে সমাগত ঈদের শুভেচ্ছা জানায়:

ঈদ মোবারক!! ঈদ মোবারক!! ঈদ মোবারক!!

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

উপবাসকালের ভাবনা

ফাদার যোসেফ মুরমু

প্রথমত পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থের বাক্যগুলোর মধ্যে খ্রিস্টকেন্দ্রিক ঘটনাগুলো নিয়ে মণ্ডলী আধ্যাত্মিকতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বছর খ্রিস্টভক্তদের উপবাসকালের শুরুতে “ধ্যান বাণী” দেয়। অপরদিকে ধর্মপল্লীও ঐশবাণীর চিন্তা-চেতনা গ্রাম্য জনগণের ও নিজের আওতায় কর্মরত ছোট-বড় সংঘ-সমিতির ব্যক্তিদের ঐ বাণীর উপর ধ্যান ও নির্জনধ্যান পরিচালনা করে। এর ফলে খ্রিস্টভক্তগণ তপস্যাকালীন ভাবনা বুঝতে সক্ষম হন, তপস্যাকালীন ভাবনা ধারণ করেন। এভাবে এর মূল ভাবনা ভক্তদের মননে প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি, উপবাসকালের ভাবনা ব্যক্তি বিশ্বাস থেকেই আসতেই হয়, তাতে তপস্যার মূল্যবোধ সক্রিয় হয়।

তপস্যার ভাবনা হচ্ছে নিজের ও পরের আধ্যাত্মিক নিরাময় নিশ্চিত করা এবং বাহ্যিক ক্ষতিগ্রস্তকে সেবাদান বা অর্থদান করা। এমন কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতেই খ্রিস্ট ঐশবাণী প্রচারকালে শিষ্যদের তথা মণ্ডলীকে শিখিয়েছেন। বলাবাহুল্য, যিশু নিজেই তিন বছর জুড়ে নিরাময় ও দানকর্ম সম্পাদন করেছেন এবং সত্যময়, সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষাও দিয়েছেন। শিষ্যদের তেমন সার্বিক কল্যাণময় দায়িত্বে জড়িয়েছেন ও সর্বজাতি এবং সমাজে প্রেরণ করেছিলেন। মণ্ডলীর ভক্তবিশ্বাসীকে সেই ভাবনা বার বার তপস্যাকালে স্মরণ করা আবশ্যক এবং পরবর্তী সময়েও চালিয়ে নেয়া দরকার, কেননা এ ভাবনার আদর্শ হলেন খ্রিস্ট, যিনি প্রত্যেক মুহূর্তে দেহ-আত্মা নিরাময় ও মানব সেবা করে তাঁর তপস্যার মূল্য প্রকাশ করেছেন।

খ্রিস্টভক্তদের কাছে তপস্যার মহামূল্য ভাবনা হওয়া উচিৎ, ‘প্রভু যিশুর’ চল্লিশ দিন (দিবা-রাত্রি) মরুভূমিতে উপবাস ও শয়তানকে পরাজয় করণের ঘটনা। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করে যিশু মানব সমাজকে শিখিয়ে দিয়েছেন একমাত্র ঐশশক্তিতে নির্জন জীবন, দৈহিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ও ঈশ্বরের প্রতি স্থির বিশ্বাস রেখে উপবাস করা সম্ভব এবং শয়তানের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রলোভন জয় করা যায়। যিশুর মরুভূমির তপস্যা শুদ্ধি হওয়ার আদর্শ। ঐ আদর্শ থেকে চলমান পরিস্থিতির মধ্যে একনিষ্ঠ চৈতন্যে প্রার্থনা ও ত্যাগে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সময় অতিবাহিত করে ক্ষুদ্র মানুষকে তপস্যা করতে চক্ষুদৃষ্টি দিয়েছেন এবং সাহস দিয়েছেন কিভাবে তপস্যার শক্তিতে শয়তানের প্রলোভন ঘায়েল করা যায়। এটি দৈনন্দিন ভাবনার আকর।

“গৃহসুখ” ত্যাগ ছিল যিশুর অনন্য তপস্যা। নিজের বলতে যা ছিল, সবই ত্যাগ করে এসে নিঃস্বতায় মানুষের গৃহে পৌঁছেন। স্বর্গীয় জীবন ও সত্য পথ মানুষকে দেখিয়েছেন এবং এ পথ ধরে চলতে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর গৃহসুখ ত্যাগে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি গৃহের সুখে থাকতে মর্তে আগমন করেননি, এসেছিলেন মানুষকে ঈশ্বরমুখী করার জন্যে, কারণ তখনকার বা এখনকার মানুষ অনেক প্রকারের অজুহাতে জগতের সুখেই মিলে-মিশে থাকতে পছন্দ করে, অথচ স্বর্গের জন্যে যা সঞ্চয় করা দরকার, তা থেকে বিমুখ হয়ে দিনকাল যাপনে মগ্ন থাকতে পছন্দ করেন। তাই তিনি নিজের গৃহসুখ ছেড়ে মানুষকে স্বর্গমুখী হওয়ার এই চরমতম আদর্শ ও শিক্ষা খোলাখুলিভাবে জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন।

যাতনাভোগ ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বেদনা সহ্য করাটা দুঃসহ ও কষ্টের তপস্যা। সেই স্বরূপের ভাবনাই এই তপস্যাকালের যাত্রায় খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তদের আচরণ-বিচরণে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দৈহিক বাসনা ত্যাগ, দান-খয়রাৎ যদি ক্রুশের যাতনাভোগময় না হয়, তাহলে তপস্যার আধ্যাত্মিকতায় একাত্ম হওয়া অসম্ভব। আস্থা রাখতে হয় যে, এটিই তপস্যায় শুদ্ধি যাত্রার অন্তর্নিহিত ভাবনা। এই ভাবনা যদি ভক্তের মননে-বচনে স্থায়ীত্ব না পায় বা না প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তপস্যার ভাবনার কদর মলিন হয়ে যাবে। চল্লিশটা দিনে শুধুমাত্র সামান্য খাদ্য-দ্রব্য ত্যাগ করে যিশুর ক্রুশের যাতনাভোগের যন্ত্রণা ক্ষুদ্র দেহে উপলব্ধি করার ক্ষীণ প্রত্যাশা মাত্র। যিশুর অন্তিম ভোজ এবং পরবর্তী সময়ে গেৎসিমানি বাগানে ঘটে যাওয়া নিষ্ঠুর আঘাত থেকে তপস্যার আকর সংগ্রহ করে নেয়া এবং তপস্যাকালের বিভিন্ন তপস্যায় যুক্ত করা সমিচীন বলে সমর্থন দেয়া হয়।

কালভেরী পথের সাহসিকতা, উদারতা, নম্রতা, হৃদয়ে ধারণ করে, সদয় নয়নে প্রেমপূর্ণ তপস্যায় নিজেকে ফিরে দেখার উন্মুক্ত মানসে যিশু কষ্টের মধ্যেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় দৃঢ় মনস্তাত্ত্বিকে থাকার আদর্শ দেখিয়েছেন। ক্রুশ কাঁধে নিয়ে পথে পথে যতবার পড়েছেন, ততবার তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাই স্মরণ করেছেন এবং কালভেরীর পথে এগিয়ে গিয়েছেন। এ পথে নিজের কষ্টকে ত্যাগ করে মানুষের পাপ পঙ্কিলতাকে সরিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমর্পিত হয়েছেন। মানুষকে এই চেতনা দিয়েছেন যে, পাপের পথ ত্যাগ করে শুদ্ধির পথেই হাঁটা খুব দরকার। সামান্য দৈহিক ত্যাগস্বীকার করা থেকেই বড় ধরণের ত্যাগ গ্রহণ সম্ভব, কারণ যিশুর যাতনাভোগ ধারণ করতে গেলে, মানবতার শুদ্ধতা নেয়ার জন্যে যিশুর যাতনাভোগ-কষ্ট প্রয়োজন, কারণ যিশু উদার হয়ে কঠিন তপস্যায় সত্য জীবন-পথে ফিরে আসতে কালভেরীর পথে যেতে যেতে আহ্বান করেছিলেন।

ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করার সাহসিকতা ক্রুশের মধ্যে মূর্ত। যিশু ক্রুশবিদ্ধাবস্থায় দেহের জল ও রক্ত ঝরিয়েছেন। নির্দ্বিধায় ক্রুশের উপর থেকে মানুষকে ক্ষমা করে নিজের মরুভূমির চল্লিশ দিনের তপস্যার অর্জন পূর্ণ করেছেন। আবার কালভেরীতে ক্রুশ থেকে মারীয়া ও যোহনকে মানবকে শূচিজীবনের পথে নেয়ার দায়িত্ব অপর্ণ করে তপস্যার ভিত্তি মানুষের মঙ্গলে সঁপেছেন। এখন মারীয়া-যোহন যেমন যিশুর নামে সারা জীবন তপস্যা ও ত্যাগ-ভাবনা মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছেন, তেমনি বর্তমান ধর্মপ্রাণ বা বিধর্মী মানুষকে দৈনন্দিন ভাবনায় যিশুর ইচ্ছায় পুণ্য ও পূর্ণতা অর্জনের পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছেন। যিশু এখন তপস্যা ও ভাবনা প্রত্যাশা করে এবং যিশু দেখতে চান পরবর্তীকালেও মণ্ডলীর মাধ্যমে চলমান থাকবে।

সুতরাং, তপস্যাকালের ভাবনা, মণ্ডলীর সঙ্গে সাংসারিক ভাবনা, তপস্যার মধ্যে বার বার সেঁটে নেয়া প্রয়োজন। লোক দেখানো বা খণ্ডকালীন তপস্যায় দৈহিক বা আত্মিক বৃদ্ধিতে তেমন সুফল আসবে না, কারণ সেখানে নৈতিকতা, শুভ্রতার অভাব সক্রিয়। তবে এক নাগাড়ে বিভিন্ন পন্থায় তপস্যায় কিন্তু ১০০% যুক্ত থাকলে তপস্যার ভাবনা ফলিত হবে, নিঃসন্দেহে। তবে এ ক্ষেত্রে যিশু ও তাঁর জীবনাচরণকে কেন্দ্র করে তপস্যা আবশ্যক। উপরন্ত মাণ্ডলীক বিধান, সংস্কারসমূহ ও শাস্ত্রবাণীর নির্দেশে তপস্যার মূল শিকড়ে যুক্ত থাকতে হবে যাতে তপস্যায় নিমগ্ন থাকার পন্থা যথাযথ আধ্যাত্মিকময়তায় প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে ভক্তজনগণ পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্যান প্রার্থনা এবং তপস্যা ও এই পুণ্য বর্ষচক্রের মুখ্য অধ্যায়। সম্মিলিত মনোভাবে যেমন তপস্যার শক্তি জাগায়, তেমনি ব্যক্তিগত তপস্যা আধ্যাত্মিক হবে, তাতে তপস্যা ও উপবাসের ভাবনা বিচলিত জীবনে পরিবর্তন আনবে বলে বিশ্বাস করা উচিৎ।

প্রায়শ্চিত্তকাল: চিন্তায়, কথায়, কাজে ও আচরণে খ্রিস্টীয় জীবনের নবায়নকাল

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

এ বছরের প্রায়শ্চিত্তকাল উপলক্ষ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস যে বাণী দিয়েছেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে “আমরা একসাথে আশায় যাত্রা করি” যা এই জুবিলী বছরের থিম ‘আশার তীর্থযাত্রী’ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কথাগুলো খুবই অর্থপূর্ণ এবং এতে আমাদের করণীয় অনেক কিছুই রয়েছে। খ্রিস্টের অনুসারী হিসাবে আমরা সকলেই স্বর্গের তীর্থযাত্রী হিসাবে আহুত ও আশীর্বাদিত। তবে কথা হচ্ছে, একসঙ্গে যাত্রা তখনই করা সম্ভব যখন আমরা সকলেই প্রভুযিশুর মঙ্গলসমাচারের আলোকে একই গুণাবলী অর্জন করি, একই মূল্যবোধ ধারণ করি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে একই আচরণ প্রকাশ করি। মণ্ডলীর শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসারে আমরা প্রায়শ্চিত্তকালে তিনটি প্রধান স্তম্ভ, যথা- প্রার্থনা, উপবাস ও দান করার মাধ্যমে আমরা চিন্তায়, কথায়, কাজে ও আচরণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের নবায়ন করার সুযোগ পাই। এই সুযোগ আমাদের যথাযথভাবে কাজে লাগানো উচিত। কারণ শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারি, কিন্তু সমাজের কোন গুণগত পরিবর্তন একেবারেই অসম্ভব, এবং এর ফলে কোনদিনই আমরা প্রকৃত তীর্থযাত্রী হয়ে উঠতে পারব না।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো চল্লিশ দিনের একটি সময়ের যাত্রা যা আমাদেরকে প্রভুযিশুর পুনরুত্থান উৎসবের মত মহা আনন্দের ক্ষণে নিয়ে যায়। ভস্ম বুধবারের মাধ্যমে তা শুরু হয়। প্রায়শ্চিত্তকালের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে অনুতাপ করা ও পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজেকে পরিবর্তিত মানুষরূপে গড়ে তোলা। তবে এই অনুতাপ ও ক্ষমা চাওয়া কোন লজ্জাজনক অনুভূতি থেকে নয়, বরং কার্যকরভাবে সচেতন হওয়া যে পাপ-ই আমাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাছাড়া এই সময়ে ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যে, আমার আত্মার মুক্তির জন্য প্রভু যিশু সবচেয়ে বড় ত্যাগস্বীকার করেছেন। তবে এসব বিষয়ে নিজেকে পরিবর্তনের কিছু প্রমাণ বা প্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

কার্যকর প্রস্তুতির চিহ্ন

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান উৎসব উদ্‌যানের জন্য আমি কার্যকর প্রস্তুতি নিচ্ছি কি না, ‘ক্রুশের পথ’ এর মত কয়েকটি চিহ্ন নিশ্চিত করা জরুরী। প্রথম কাজ হচ্ছে নিজেকে ঈশ্বরভক্ত, সৎ ও সক্রিয় মানুষ হিসাবে সমাজে প্রকাশ করা। এগুলি কথায়, কাজে ও আচরণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত: প্রতিবেশি খ্রিস্টভক্তদের সাথে কার্যকরভাবে সম্পর্ক উন্নয়ন করা। পারিবারিকভাবে এবং প্রতিবেশিদের সাথে দলগতভাবে দরিদ্রদের জন্য সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হওয়া দরকার। সেই সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। তৃতীয়ত: যত বেশী দিন সম্ভব উপবাস থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে এই উপবাস ধর্মীয় অনুশাসন হিসাবে নয়, ত্যাগস্বীকারের অনুভূতি নিয়ে করতে হবে। চতুর্থত: পারিবারিক ও সমাজগতভাবে বেশী বেশী করে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা এবং এক লাইনের হলেও সেই বাণী থেকে অন্ততঃ একটি শিক্ষা মনে রাখা, অর্থাৎ অন্তরে গেঁথে নেয়া। এগুলি ছাড়াও আরো অনেক কিছুই করা যেতে পারে, যেমন- কোন আসক্তি থাকলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা, সর্বজনীন সমাজের সাথে সেবাকাজ করার উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি।

সচেতনভাবে সচেতন হওয়া

একবার নিজ নিজ স্থানীয় সমাজের দিকে তাকিয়ে বলুন তো আমাদের চিন্তার মধ্যে ভয়ংকর খারাপ, অন্যের ক্ষতিকারক, হিংসা, ক্ষতিকর পরচর্চা, অভিশাপ, এমনকি প্রতিপক্ষের ধ্বংসকামনা এমন চিন্তা, কথা, কাজ বা আচরণ কি নাই? অবশ্যই কম/ বেশী সকল সমাজে তা বিদ্যমান। কিন্তু সেগুলোকে ভাল’র পথে না নিয়ে এসে, অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তন না করে কীভাবে দেশীয় বা বিশ্বমণ্ডলী একসঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে পারে? বাহ্যিকভাবে তা হয়তো হতে পারে, কিন্তু মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাবে তা কখনোই হতে পারে না। বিশ্বমণ্ডলীর মস্তক প্রভু যিশুর সামনে এ কেমন প্রতারণামূলক তীর্থযাত্রায় আমরা সামিল হচ্ছি? এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা কি আমাদের খারাপ দিকগুলো পরিবর্তন করতে চাই? করতে যদি চাই তাহলে তার প্রকাশ তো সমাজ জীবনে দৃশ্যমান হতে হবে।

তবে একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি; আমরা যেন কোনভাবেই আত্মতুষ্টিতে না ডুবে যাই যে, শুধুমাত্র এই প্রায়শ্চিত্তকালের চল্লিশ দিনই খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের চেষ্টা করব, আর সারা বছর না করলেও চলবে। আমাদের এই ভণ্ডামী বা কপটতা বাদ দিতে হবে। এই ভন্ডামীর কারণেই আমরা পৃথিবীর ‘লবণ’ হয়ে উঠতে পারছি না। এক্ষেত্রে ধর্মগুরু, খ্রিস্টান রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা বা বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থার নেতাদেরও দায় রয়েছে। খ্রিস্টীয় জনগণের শিক্ষা-গঠনে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বিধায় আমরা জগতের ‘আলো’ বা ‘লবণ’ হয়ে উঠতে পারছি না। আচ্ছা চোখ বন্ধ করে একটু ধ্যান করে বলুন তো, এই পৃথিবীতে খ্রিস্টবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে মোটা দাগে কোন পার্থক্য কি দেখা যায়? আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের দুর্বলতা কোন এক দেশের গ্রাম, পাড়া বা মহল্লার উদাহরণ দিয়ে সীমিত করার সুযোগ নেই। প্রভু যিশু তাঁর প্রেরিত শিষ্যদেরকে তো গোটা পৃথিবীতেই মঙ্গলসমাচার প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই গোটা পৃথিবীর খ্রিস্টানরা এক পরিবারের সদস্যদের মত একসঙ্গে যাত্রা করতে আহূত। আর মহামান্য পোপ মহোদয় এই কথা-ই সকলকে বুঝাতে চেয়েছেন বারবার। কিন্তু নিজেদেরকে পরিবর্তন করার সর্বশক্তি নিয়োগ না করে আমরা অন্যদের দোষারোপ করি; বা অন্যদের তুলনায় আমরা যে ভাল এই আত্মতুষ্টিতে ভুগি। কিন্তু প্রথমে তো নিজেকে পরিবর্তন করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে।

আমি কতটুকু তীর্থযাত্রী?

জুবিলী বছরের কেন্দ্রীয় বার্তা হচ্ছে, আশা করার আহ্বান, ঈশ্বরের উপর এবং তাঁর

অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখার আহ্বান। পোপ মহোদয় তাঁর বাণীতে বলেছেন- এই যাত্রা প্রতিশ্রুত ভূমিতে ইস্রায়েলীয়দের দীর্ঘ যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের পরিবর্তনের প্রথম আহ্বান এই উপলব্ধি থেকে আসে যে, এই জীবনে আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী। তিনি বলেন, খ্রিস্টানদের আহ্বানই হচ্ছে দলগতভাবে একসঙ্গে যাত্রা করার, একাকী নয়। একসঙ্গে যাত্রা, অর্থাৎ সিনোডাল আচরণ করার মধ্য দিয়েই একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীর পরিচয় ফুটে ওঠে। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচল ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তারা মুক্ত স্বাধীন হয়েই ‘পাস্কাপর্ব’ উদ্‌যাপন করেছিলেন। আজও আমরা কিন্তু সেই যাত্রাপথে আছি, সেই যাত্রাপথ ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে। তবে প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি প্রকৃতপক্ষে সেই যাত্রাপথে সামিল আছি?

আমরা নিজেদেরকে মন্দ বা খারাপ সবকিছু থেকে মুক্ত করে পাস্কা বা যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন করতে পারলে তা স্বার্থকতা লাভ করবে, অন্যথায় নয়। তাছাড়া আজকের পৃথিবীতে দেশে দেশে যুদ্ধ, সন্ত্রাস, অশান্তি, চরম দারিদ্র্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণে যারা আক্ষরিক অর্থেই পরিস্থিতির দাসত্বে রয়েছেন, তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা না করে আমাদের তীর্থযাত্রা অর্থপূর্ণ ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের আশেপাশের ঐ সমস্ত মানুষ এবং দেশে বা অন্য দেশে বিভিন্ন কারণে অভিবাসী মানুষ যারা মানবিক মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়েছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে তীর্থযাত্রা করতে আমরা কি প্রস্তুত? নাকি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা নিজেদের তথাকথিত ‘আরামদায়ক নিবাস’ ত্যাগ করে যাত্রা করতে অনিচ্ছুক। এখানেই আমরা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই। কারণ মণ্ডলী তথা ঈশ্বরের জনগণের আচরণ সিনোডাল হয়ে ওঠার মধ্যেই একসাথে আশার তীর্থযাত্রার সার্থকতা নির্ভর করে। সিনোডাল মণ্ডলীর মানেই হচ্ছে সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করা, কাউকেই বাদ দিয়ে ছেড়ে আসা নয়। আমাদের কথায়, কাজে ও আচরণে কেউ যাতে নিজেকে বাদ হওয়া বা বঞ্চিত মানুষ না ভাবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের জীবনে এই প্রায়শ্চিত্তকালের সার্থকতা নিশ্চিত করতে পারি। সেই চেষ্টা অবিরাম আমাদের করে যেতে হবে।

১৩ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

থাকি, তখন কি আমরাও যিশুকে প্রশ্ন করি না “যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বর হও, তবে কেন আমাকে এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিচ্ছো না?” আমরা হয়তো প্রার্থনায় বলি, “প্রভু, তুমি যদি সত্যি মহাশক্তিমান হও, তবে কেন আমার জীবনে এত কষ্ট?” এইভাবে আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করি, বিদ্রুপ করি। কিন্তু আরেক চোর ভিন্ন ছিল। সে বলেছিল, “প্রভু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন, তখন আমাকে মনে রাখবেন *(লূক ২৩:৪২)*।” এই চোর যিশুকে কটাক্ষ করেনি, বরং কষ্টের মধ্যেও বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল। আর যিশু তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, “আমি তোমাকে সত্য বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে *(লূক ২৩:৪৩)*।” আমরা কোন পক্ষ নেব? আমরা কি সেই চোরটির মতো হব, যে অবিশ্বাসের কারণে বিদ্রুপ করেছিল? নাকি আমরা সেই বিশ্বাসী চোরটির মতো হব, যে কষ্টের মাঝেও যিশুকে সম্মান দেখিয়েছিল?

যিশুর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা মানে শুধু ভালো সময়ে নয়, কষ্টের মধ্যেও তাঁকে বিশ্বাস করা, তাঁকে সম্মান করা এবং তাঁর উপর আমাদের ভরসা রাখা। কারণ তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা।

প্রভু, আমাদের সেই বিশ্বাস দিন, যাতে আমরা সব পরিস্থিতিতে আপনাকে সত্যিকারের ভালোবাসতে পারি!

আমরা কি কাল্‌ভেরির পথে সেই চরিত্রগুলোর মতো হতে পারি না?

কুমারী মারিয়া- যিনি যিশুর সঙ্গে ছিলেন, ভয় ও বিপদের মাঝেও তাঁকে ত্যাগ করেননি।

ভেরোনিকা- যিনি যিশুর কষ্টের অংশীদার হয়ে তাঁর মুখ মুছে দিয়েছিলেন।

মেরী ম্যাগডেলিন - যিনি ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যিশুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন।

সেই রোমান সৈন্য - যিনি শেষ মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন, “নিশ্চয়ই ইনি ঈশ্বরের পুত্র!”

সিরেনবাসী শিমোন - যিনি যিশুর ক্রুশ বহনের সম্মান পেয়েছিলেন, তাঁর কষ্টের ভাগীদার হয়েছিলেন।

আরিমাথিয়ার যোসেফ - যিনি যিশুর মৃতদেহ সমাধিস্থ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সম্মান দিয়েছিলেন।

আসুন, আমরা এই চরিত্রগুলোকে নিজেদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলি, যারা সবাই যিশুর পাশে ছিল। আমরা কি পারি না যিশুর সাথে কাল্‌ভেরির পথে যিশুর সঙ্গে থাকতে!

আত্মত্যাগের মহীমায় প্রায়শ্চিত্তকাল

তার্সিসিউস গোমেজ

ভর্ষতীলক যেদিন মেখেছি ললাটে
সংযম আত্মশুদ্ধির শপথ নিয়েছি হৃদিপটে।
মৃত্যুর হীম শীতল পরশ, হয়েছে স্মরণ
রবে না চিরকাল এই ভবে,
তোমার হবে যে মরণ।
সেই চিরন্তন বিচ্ছেদ বেদনার অমোঘ বিধান
হে মানব, যতদিন ভবে লভিতে হবে,
নাহি পরিত্রাণ
অর্থ বৈভব, যশ প্রতিপত্তি, আকাঙ্ক্ষা কর দমন
পরিণাম হবে ভয়ংকর,
মৃত্যুকে করবে আলিঙ্গন।
দীন দরিদ্র, দুঃখী অভাবী ব্যথিত জনের সেবার তরে
আত্মসংযম দান অনুদান প্রার্থনা থাকুক অন্তরে।
যদি ভালোবাসতে না পারি দৃশ্যমান মানুষকে
তাহলে অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসবো কিভাবে?
ভালোবাসা নিত্য সহিষ্ণু, স্নেহ কোমল,
নেই ঈর্শা দয়া ক্ষমার আদর্শ বিনীত যিশুর
পথাদর্শে জাগাই আশা
তপস্যাকালে আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা হোক
আলোতে
ভুলভ্রান্তি, স্বার্থপরতা,
উদাসীনতা আত্ম উপলব্ধিতে।
অনুতপ্ত চিত্তে পাপ পরিবর্তিত জীবন পথে
নিজেকে আত্মশুদ্ধির পূণ্য লগ্নে
মানবতার প্রেম বিলাতে।
মৃত্যু অমোঘ, অজেয়, অনিবার্য চিরকাল বিস্ময়
হে মানব তুমি ধুলিমাত্র ধুলিতেই হবে ক্ষয়
একটি ভাব্‌রে মনা সময় গেলে সাধন হবে না
মানব কল্যাণে ধরণীর বুকে রেখে গেলে সঞ্চয়
হবেরে বিজয়।
মুখ দর্শন করবো না শপথ,
উচ্চ প্রাচীর এই তো ভবলীলা
আর্সেনিক মুক্ত কলের পানি,
দেব না নিতে লাগাও তো বড় তালা
মাঠে খেলা করে পুলাপানে, তৃষ্ণায় শুকায় গলা
গেটে বেড়া দিয়ে থাকি নিরাপদ,
নরকের দোয়ার খোলা।
ধর্মের অনাচার,
অসহ্য যন্ত্রনায় কাজী নজরুলের দাবী
উপসনালয়ের মালিক দেবতা,
কে দেয় সেথায় তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে,
চালা হাতুরী সাবল চালা।
দু’দিনের এই দুনিয়ায় সবাই মুসাফির,
ধরণী রঙ্গশালা
সাড়ে তিন হাত বরাদ্দ
তোমার প্রাপ্য মাটির ধুলা।
হায়রে মানুষ, রঙ্গীন ফানুষ, দম ফুরাইলে ফুস
তবু কেন হয় না তোমার, একটু খানি হুস
হায়রে মানুষ, রঙ্গীন ফানুষ,
পরাণ পাখী যাবে উড়ে, মাটির ধুলায় ব্যাহুস ॥

খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রায়শ্চিত্তকালে ক্রুশমূর্তি ও অন্যান্য প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করার পবিত্র ঐতিহ্য

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা বর্ষের বসন্তকাল বলে বিবেচিত প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকালে আমরা ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছি। দেখতে দেখতেই চলে আসবে প্রভু যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণোৎসব পুণ্য সপ্তাহ। এই পুণ্য সপ্তাহের ঠিক আগেই অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তকালের পঞ্চম রবিবার থেকে কাথলিক মণ্ডলীতে একটা প্রথা চালু আছে- আর তা হলো প্রত্যেক গির্জাঘর বা চ্যাপেলে রাখা সকল ক্রুশ প্রতিমূর্তি ও সাধু-সাধ্বীদের প্রতিমূর্তিগুলো বেগুনী কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া বা আবৃত করা।

স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে, মণ্ডলী কেন তাঁর উপাসনা বর্ষের এই সুন্দর মুহূর্তে, গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র সময়ে উপাসনা গৃহের মনোরম কারুকার্য শোভিত প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করে বা ঢেকে দেয়? তালপত্র রবিবারে প্রভুর যাতনাভোগের কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা কি কালভেরী পর্বতের সেই যন্ত্রণাময় দৃশ্যের দিকে তাকাতে পারবো না?

এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রায়শ্চিত্তকালের শেষ সপ্তাহে উপনীত হয়ে মাতা-মণ্ডলী তাঁর বিশ্বাসীভক্তদের আহ্বান জানায় তারা যেন তাদের সকল মনোযোগ, সকল আধ্যাত্মিক সাধনা, ব্যক্তিগত ভক্তি আরাধনা পুনরুত্থান রবিবারের দিকে চালিত করে। কারণ খ্রিস্টের এই পুনরুত্থান রহস্যই হচ্ছে আমাদের সকল বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। সেই জন্য মাতা মণ্ডলী নির্দেশ দেয় যেন প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করার এই পবিত্র ঐতিহ্য শুধুমাত্র ধর্মপল্লীর গির্জাসমূহে নয় বরং সকল গির্জা ও উপাসনাগৃহগুলোতেও পালিত হয়।

এই বিষয়ে কাথলিক পঞ্জিকা আমাদের সহায়তা করতে পারে। রোমীয় উপাসনা রীতির নির্দেশনায় বলা হয়েছে, “ঐতিহ্য অনুসারে এই দিনে সন্ধ্যা থেকে (প্রায়শ্চিত্তকালের পঞ্চম রবিবারের আগের সন্ধ্যা) গির্জার অভ্যন্তরে ক্রুশমূর্তি ও অন্যান্য প্রতিমূর্তি বেগুনী কাপড় দিয়ে আবৃত রাখার প্রচলন রয়েছে। কেবল ক্রুশ প্রতিমূর্তি পুণ্য শুক্রবারে উন্মোচন করা হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রতিমূর্তি নিস্তার জাগরণী পর্যন্ত আবৃত থাকে।” *(কাথলিক পঞ্জিকা ২০২৪-২৫, পূজন বর্ষ-গ, ৫ এপ্রিল, ২০২৫)*

এই হচ্ছে কাথলিক মণ্ডলীর রোমীয় উপাসনা রীতির বর্তমান প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করার চর্চা। তবে জানা যায় যে, জার্মান মণ্ডলীতেই সর্বপ্রথম এই ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল। তাদের ঐতিহ্য ছিল যে সমগ্র প্রায়শ্চিত্তকাল জুড়ে তারা গির্জার বেদিমঞ্চ আবৃত করে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখত। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সকলকে তারা উৎসাহিত করত তাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলো আবৃত করে রাখতে। বাড়িতে ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ভক্তিসাধনা কমিয়ে বিশ্বাসীভক্তদের ধর্মপল্লীর পুণ্য সপ্তাহের উপাসনায় অধিকতর উৎসাহিত করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

উপাসনাবিদ ফিলিপ কসলস্কির বর্ণনা মতে, প্রায়শ্চিত্তকালের পঞ্চম সপ্তাহ থেকে ক্রুশপ্রতিমূর্তি ও অন্যান্য প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করার কারণগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, আমরা প্রতিমূর্তিগুলো ঢেকে দেই নিজেদের সজাগ করার জন্য যে আমরা একটি বিশেষ পবিত্র সময়ে আছি। এসময় যখনই আমরা গির্জাঘরে প্রবেশ করি এবং লক্ষ্য করি সব প্রতিমূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তখন মুহূর্তের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে। প্রায়শ্চিত্তকালের শেষ দুই সপ্তাহ হচ্ছে পুণ্য সপ্তাহের জন্য তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির সময় আর বেগুনী কাপড়ে ঢেকে দেওয়া প্রতিমূর্তিগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রভু যিশুর পুনরুত্থান উৎসবের জন্য আমাদের হাতে আর বেশী সময় নেই।

দ্বিতীয়ত, এই প্রতিমূর্তিগুলো ঢাকনা দেওয়ার ফলে আমাদের সকল মনোযোগ নিবিষ্ট হয় ঐশবাণীর দিকে, যা পবিত্র খ্রিস্টযাগে আমরা শুনি। যাতনাভোগের কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালিত হয় মঙ্গলবাণীর স্পর্শকাতর অংশগুলোতে, যা নিয়ে আমরা ধ্যান করি এবং ঘটনার গভীরে প্রবেশ করি।

তৃতীয়ত, পুনরুত্থান রবিবারের জন্য বিশ্বাসীভক্তদের হৃদয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরী করার উদ্দেশে মাতামণ্ডলী প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করার চর্চা করে আসছে। প্রায়শ্চিত্তকালের শুরু থেকে বিশ্বাসীভক্তরা গভীর প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুণে কখন পুণ্য শনিবার আসবে, কখন এই ঢাকনাগুলো খুলে দিয়ে উন্মুক্ত করা হবে তাদের প্রিয় ক্রুশ ও সাধু-সাধ্বীদের প্রতিমূর্তিগুলো। বেগুনী কাপড়ের ঢাকনাগুলো অনাবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবে মেতে ওঠে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলী।

তবে এটাই বাস্তব সত্য যে, এই বেগুনী কাপড়ের ঢাকনাগুলো বেশীদিন আমাদের প্রিয় ক্রুশ ও অন্যান্য প্রতিমূর্তিগুলো আবৃত করে রাখতে পারে না। এগুলো খুব তাড়াতাড়ি অনাবৃত করা হয় এবং সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পুণ্য শনিবারে নিস্তার জাগরণীতে প্রতিমূর্তিগুলোর আবরণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে আমাদের মানব জীবন সম্পর্কে একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আর তা হলো- এই পৃথিবীতে আমরা আবৃত অবস্থায় আছি। আমাদের আসল বাড়ি থেকে আমরা নির্বাসিত। একমাত্র মৃত্যুই আমাদের জীবন থেকে সেই আবরণ বা ঢাকনা খুলে দেয় আর তখনই আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রকৃত আমি কত সুন্দর, কত মনোরম।

তথ্যসূত্র:

১. KOSLOSKI, Philip: *“Why do Catholic Cover Crucifixes and Statues during Lent?”*, Aleteia, March 31, 2023, Pp.1-2.

২. কাথলিক পঞ্জিকা ২০২৪-২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, পূজন বর্ষ-গ, উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন, ঢাকা।

পুণ্য বৃহস্পতিবার-যিশুর আদর্শিক একটি সেবাকর্ম

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

সেবাকর্মের নিদর্শন: ঈশ্বর জগৎকে এত ভালোবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন। সেবাকর্মের আধ্যাত্মিক দিক হলো- প্রেম ও ভালোবাসা দ্বারা আবৃত। আর এই প্রেম সেই খ্রিস্টেরই সদিচ্ছা যিনি "চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া যত ঈশ্বর সন্তানদের জড়ো করে এনে একত্রিত করতেই জগতে এসেছিলেন" *(যোহন ১১:৫২)*। সেবাকর্মের মধ্যে ভালোবাসা সর্বশ্রেষ্ঠ, যিশু তাঁর জীবনদশায় আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যিশু বলেছেন- "একটা নতুন আজ্ঞা আমার আছে। আমি যেভাবে তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও সেইভাবে পরস্পরকে ভালোবাসবে। নিজের বন্ধুদের জন্য জীবন দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা নেই; তোমরাও পরস্পরকে সেইভাবে ভালোবাসবে, এই আমার আজ্ঞা; এই আজ্ঞা পালন করলে তোমরা আমার বন্ধু হবে। আমি তোমাদের বন্ধু বলে ডাকি, কারণ পিতা আমাকে যা কিছু জানিয়েছেন, আমি সব তোমাদের বলেছি। তোমরা আমাকে বেছে নেওনি, আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি। তবে আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। তোমাদের প্রেম দেখে লোকে জানবে, তোমরা আমার শিষ্য" *(যোহন ১৫: ১২-১৭)*।

যিশুর প্রদর্শিত সেবাকর্ম: খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রভুর প্রদত্ত পালনীয় প্রভুর ভোজ আমাদের আত্মিক ক্ষুধা প্রশমনের একটি নিদর্শন। যিশুর এই স্মরণ উৎসব আমাদের পরিত্রাণের মহাদান। ধ্যান গীতিতে উল্লেখিত হয়েছে: ভগবান আমার জন্যে করেছেন যা কিছু মঙ্গল, তাঁকে কী-ই বা দেব তাঁর প্রতিদানে?

ত্রাণ-পাত্রখানি তুলে ধরে আমি
ভগবানের নাম, আহা, করব স্মরণ।

যিশু অন্তিম ভোজের মাধ্যমে চারটি চিহ্নে কাজ করেছিলেন- তিনি একটা খামিহীন রুটি নিয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, তিনি রুটি টুকরা করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন, "এই রকম করো।" এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের জীবনে এই অনুষ্ঠান বার বার পালন করতে হবে *(প্রেরিত ২:৪২)*। প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠান খ্রিস্ট না আসা পর্যন্ত পালন করতে বলা হয়েছে *(১ করিন্থীয় ১১:২৬)*। "তোমরা আমার স্মরণেই এই অনুষ্ঠান করবে, যতবার এইপাত্র থেকে পান করবে, ততবারই" *(১ করিন্থীয় ১১:২৫-২৬)*। যিশু সেবাকর্মী হওয়ার পিছনে যে বিষয় আমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ তা হচ্ছে: তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রিস্ট যিশুর নিজেরই ছিল। তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না। নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং প্রভু, আর এতেই যেন প্রকাশিত হয় পিতা ঈশ্বরের মহিমা *(ফিলিপীয় ২:৫-১১)*।

যিশুর বারো শিষ্যের পা ধোয়ানো: যিশুর বারো শিষ্যের পা ধোয়ানো একটি আদর্শিক সেবাকর্ম। এ সেবাকর্মে রয়েছে আন্তরিক মনোভাবে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এই সেবাকর্ম যিশু নিজে করে অনুরূপ শিষ্যদের করতে বলেছেন। তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়ার পর গায়ের জামাটা পড়ে নিয়ে আবার খাওয়ার আসনে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি তাদের বললেন, "আমি এখন তোমাদের জন্যে কী করলাম, তোমরা কি তা বুঝতে পারছ? তোমরা তো আমাকে 'গুরু' বা 'প্রভু' বলে থাক, আর ঠিকই বল, আমি তো সত্যিই তাই। কাজই প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদের ও পরস্পরের পা ধুঁয়ে দেওয়া উচিত। আমিতো এখন তোমাদের সামনে একটি আদর্শই তুলে ধরলাম; আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি কর। আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, দাস কখনো তাঁর প্রভুর চেয়ে বড় হয় না; তেমনি যে লোক কোথাও প্রেরিত, সেও কখনো তাঁর চেয়ে বড় হয় না, যিনি তাকে প্রেরণ করেছেন। এই কথা জেনে তোমরা যদি সেই মতোই কাজ করে চল, তবে ধন্য হবে তোমরা *(যোহন ১৩: ১২-১৭)*। এই সংসারে রয়েছে যারা, তাঁর সেই সব আপনজনদের তিনি তো বরাবরই ভালোবেসে এসেছেন। এবার তাদের প্রতি তিনি তাঁর সেই ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন *(যোহন ১৩:১)*। যিশুর শিষ্য পিতরের পা ধোয়ার বিষয়টি পিতর প্রতিবাদের যে মনোভাবের প্রকাশ করেছে, তা অতি নম্রতা ও প্রভু যিশুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হতে পারে। আবার প্রথম দিকে না বুঝেও তেমন ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু যিশু যখন বললেন, "আমি যদি ধুয়ে না দিই, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই থাকে না। যিশু ও পিতরের কথোপকথনে চূড়ান্ত যে সিদ্ধান্তের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের কাছে বিনীত, নম্র প্রভু যিশুর ভালোবাসা ও সেবাকর্মের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হল। তাহলে যিশুর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকে আমরা দু'টো শিক্ষা অনুধাবন করতে পারছি। প্রথমটি সেবার মনোভাব ও সেবার বাস্তব প্রকাশ ভালোবাসা। এ দু'টো শব্দের আক্ষরিক অর্থ যদি সংখ্যাতত্ত্ব বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করি তা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, ইংরেজি বর্ণমালার "A" যদি ১ নম্বর হয় এবং সর্বশেষ "Z" যদি ২৬ হয়, তাহলে মনোভাব শব্দটি হতে পাওয়া যাচ্ছে (ATTITUDE) = ১+২০+২০+৯+২০+২১+৪ +৫=১০০%। মনোভাব শব্দের সংখ্যাতত্ত্বের শতভাগ প্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়ার যোগ্যতা যিশুর শিষ্যদের পা ধোয়া সেবাকর্ম থেকে আমরা অর্জন করতে পারি। ভালোবাসা (LOVE) অনুরূপ স্কোর বের করলে ভালোবাসার ৪টি বর্ণ থেকে আমরা পেতে পারি ১২+১৫+২২+৫=৫৪%। অতএব, মনোভাব ও ভালোবাসা, যিশুর শিষ্যদের পা ধোয়া আদর্শিক সেবাকর্ম আমাদের কাছে শুধু শিক্ষণীয়ই নয়; সারা জীবন ব্যাপী পরস্পরের প্রতি অনুরূপ সেবাকাজ করতে যিশুর নির্দেশ, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কাজ বলে স্বীকৃত হল।

উপসংহার: উপসংহার হিসেবে বলা যায় যে, বিনীত ও নিচু ধরনের কাজ ব্যতীত যিশু আমাদের কাছে এমন কাজ প্রত্যাশা করেন যা তাঁর সমগ্র জীবনের দিকে লক্ষ্য করে: জগতের প্রতি পিতা পরমেশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশার্থে যিশুর অনুকরণে আমাদেরও মৃত্যু পর্যন্ত তাই মানুষের জন্য নিরন্তর প্রাণোৎসর্গ করা প্রয়োজন। মৃত্যু পর্যন্ত দাসের ভূমিকা বহন করতেই আমরা যিশুর প্রভুত্বের সহভাগী হব। এই মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করব এবং এই মনোভাব নিয়ে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করব; অন্যথা আমাদের জীবন খ্রিস্ট বিশ্বাসীর উপযুক্ত জীবন নয় এবং খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন। "যদি তোমরা পালন কর, তবে তোমরা ধন্য।" যিশুর দেওয়া আদর্শ অন্তরেই মাত্র উপলব্ধি করা যথেষ্ট নয়, এমনকি তা প্রকৃত উপলব্ধি বাস্তবায়নেই প্রমাণিত হয়। খ্রিস্টীয় জীবন এই সত্যোপলব্ধি থেকে উদ্ভুত: যিশু আমাদের সেবার জন্যই আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন বলে, আমরাও প্রতিবেশির সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজিত থাকব; পরমেশ্বর আমাদের ভালোবাসেন বলে আমরাও সেবার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশিকে ভালোবাসতে পারি। অপরদিকে যিশু যে নতুন আদেশ দিয়েছেন, সুরকারের কণ্ঠে বেজে উঠেছে যে গান-

নূতন আদেশ দিলাম আমি.. ভালোবেসেছি
তোমরা সবে.. পরস্পরকে ভালোবাসবে।।
১। শেষ ভোজ থেকে উঠলেন যিশু.. ঢেলে নিলেন
শিষ্যদের পা .. এই আদর্শ দিয়ে গেলেন।।
২। আমি প্রভু ও গুরু হয়ে.. তা কি বুঝলে?
এই আদর্শ তোমাদের দিলাম.. তেমনি কর।।
...৭। তোমাদের অন্তরে বিরাজুক
এই তিনগুণ: বিশ্বাস, আশা ও প্রেম।
ইহলোকে এই তিনগুণ রয়েছে
তবে সবার উপরে প্রেম।।

কালভেরীর পথে আমরা

জয় বার্নার্ড কার্ডোজা

আমাদের এই জীবনের যাত্রাপথকে যদি আমরা কালভেরীর সাথে তুলনা করি তবে আমরা এই যাত্রা পথে কোন ভূমিকা পালন করছি তা একটু ভেবে দেখতে পারি। এই যাত্রা পথের পথিক হিসেবে যেমন আছে পিলাত এর নাম, যেমন আছে যুদা কিংবা সৈন্য দল এর নাম, তেমনি এখানে আরো আছে কুমারী মারীয়া ও ভেরোনিকার নাম। আজকে চলুন, আমাদের নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়ে খেয়াল করি জীবনের কোন পরিস্থিতিতে আমরা কোন ভূমিকায় নিজেদের অবতীর্ণ করি।

আমরা যখন এক একজন যুদা: এই জগতে আমরা অনেক বেশি অর্থের মোহে পড়ে যাই। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, যে কোন ভাবেই হোক বিপুল অর্থ সম্পদ অর্জন করা। জীবনে বেঁচে থাকতে অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন আছে তবে সেই অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে আমরা যেন যুদা ইস্কারিয়ৎ এর মত যিশুকে না হারাই। যুদা ইস্কারিয়ৎ অল্প কিছু মুদ্রার বিনিময়ে যিশুকে বিক্রি করে দিলো। আসলেই কি যিশুর মূল্য আপনার আমার কাছে ৩০টা রৌপ্য মুদ্রার সমান? আজকের দিনে আমরা যখন যিশুর বাণী অগ্রাহ্য করে অর্থ আয় করার চেষ্টা করি সেটা যিশুকে এক রকম বিক্রি করার শামিল। আজকের দিনে আমাদের অনেক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোর আগে পড়ে খ্রিস্টান শব্দটি যুক্ত করা। সেখানেও আমরা ক্ষমতার মোহে অন্যায় করে খ্রিস্টের নামকে বিক্রি করছি। সেই অর্থে আজকের দিনের যুদা ইস্কারিয়ৎ হলো তারা, যারা কিনা যিশুর নাম ব্যবহার করছে এবং কাজে কর্মে যিশুর বিরোধিতা করছে। যিশুর দেখানো পথে না চলে নিজের তৈরি করা পথে চলছে এবং অন্যের ক্ষতি করে অর্থ উপার্জন করছে। আজকের দিনে যদি নতুন করে যিশুর জীবন রচনা করা হয়। সেই সেখানে নিজেকে যেন আমরা যুদা ইস্কারিৎ হিসেবে উপস্থাপন না করি সেই বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

আমরা যখন এক একজন পিতর: আমরা জানি পিতর যিশুকে ৩ বার অস্বীকার করে। এই ৩ বার অস্বীকার এর মধ্যে ১ম অস্বীকার এর ক্ষেত্রে যিশু থেকে পিতর দূরে দূরে চলছিলো, *(লুক ২২-৫৪)* পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং মহাযাজকের বাড়ীতে আনিল; আর পিতর দূরে থাকিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এখানে দূরে থাকিয়া কথাটির মানে হলো পিতর যিশুর থেকে দূরে ছিলো। অর্থাৎ আমরা যখন যিশুর থেকে দূরে থাকি তখনই পাপ করি। অর্থাৎ যিশুকে অস্বীকার করি। যিশুকে অস্বীকার করাই হলো পাপ। পিতর এর ২য় বার অস্বীকার যদি দেখি সেখানে সে বলছিলো, *(লুক ২২-৫৫)* পরে লোকেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া একত্রে বসিলে পিতর তাহাদের মধ্যে বসিলেন। এখানে পিতর আগুন এর মধ্যে নিজের শরীরকে আরাম দিচ্ছিলো। এটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ভোগ বিলাসিতার দিকে ইঙ্গিত করে। যেখানে প্রভু কষ্ট পাচ্ছিলো সেখানে পিতর শরীরকে আরাম দিচ্ছিলো। আমরাও এভাবে নিজের শরীরের ভোগ বিলাসিতার কথা চিন্তা করে অনেক রকম পাপ করি, যা মূলত আমাদেরকে আজকের দিনে পিতর এর মতই একজন হিসেবে উপস্থাপন করে।

আমরা যখন এক একজন পিলাত: পিলাতের চরিত্রটি মূলত একজন বিচারকের, যিনি যিশুর বিচার করতে মঞ্চে উঠেছিলেন। সেই অর্থে, আমরা তাকে অনেক ক্ষেত্রেই দোষী মনে করি, কারণ যিশুর কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও পিলাত যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর পিলাত প্রধান যাজক ও লোকদের উদ্দেশে বললেন, “এই লোকের বিরুদ্ধে কোনো দোষই আমি খুঁজে পাচ্ছি না” *(লূক ২৩:৪)*। এখন যদি আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের দিকে তাকাই, তবে দেখবো যে, অনেক ক্ষেত্রেই আমরাও যিশুর বিচার করতে বসি। যখন কোনো ঘটনা আমাদের মনঃপূত হয় না, তখন আমরা যিশুকে দোষারোপ করি, “যিশু, তুমি কেন দেখেও দেখো না? যিশু, তুমি আমার প্রার্থনা শুনছো না। তুমি কেন আমাকে এটা দাওনি, ওটা দাওনি?” এভাবে, আমরা আমাদের জীবনে যিশুকে দোষী হিসেবে উপস্থাপন করি। অনেক সময় আমরা তাকে অপরাধীর আসনে বসিয়ে, নিজেরাই বিচারক হয়ে যাই এবং একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। পিলাত যিশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আরেকটি কারণ ছিল জনতার ভয়। যদি তিনি যিশুর মৃত্যুদণ্ড না দিতেন, তবে লোকেরা তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারতো এবং তার ক্ষমতা হারানোর সম্ভাবনা থাকতো। আমরাও আমাদের জীবনে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য অনেক সময় যিশুকে ত্যাগ করি। আমরা ভাবি যে, যিশু না থাকলেও সমস্যা নেই, কিন্তু আমার ক্ষমতা থাকলেই হলো। এই ঘটনাগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের জীবনে ঘটে। এসব পরিস্থিতিতে আমরা নিজেরাও এক একজন পিলাত হয়ে যাই, যিশুকে বিচার করি, দোষারোপ করি এবং কখনো কখনো তাকে ত্যাগও করি। আমাদের উচিত নিজেদের জীবন বিশ্লেষণ করা এবং বুঝতে চেষ্টা করা যে আমরা কি আদৌ ন্যায়ের পক্ষে আছি, নাকি ক্ষমতা ও ভয়ের কারণে সত্যকে অস্বীকার করছি? পিলাত চরিত্রের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো সে যিশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে নিজের হাত ধুয়ে ফেলে, আমরাও কিন্তু আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনে এমন অনেক অনেক ঘটনার সাক্ষী যেখানে আমরা নিজের দোষ অন্য কারো উপর চাপিয়ে নিজেকে সেই দোষ থেকে নিজের হাত ধুয়ে সাধু সেজে বসে থাকি। আজকের দিনে এসকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে কি আমরা নিজেদের এক একজন পিলাত হিসেবে উপস্থাপন করছি না?

আমরা যখন এক একজন বারাব্বাস: বারাব্বাস চরিত্রটি বাইবেলে একজন দস্যু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। দস্যুর কাজই হলো ডাকাতি করা, অন্যের সম্পদ দখল করা এবং নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করা। আজকের সমাজেও এমন বহু বারাব্বাসের দেখা মেলে, কেউ জমি দখল করে, কেউ অন্যের প্রাপ্য সম্পদ কেড়ে নেয় এবং তা ভোগ করে। এখন সময় এসেছে আমাদের নিজেদের ভেতরের সেই বারাব্বাসকে মুক্ত করে দেওয়ার, তবে এবার তাকে পিলাতের কারাগার থেকে নয় বরং নিজের জীবন থেকে মুক্তি দেয়ার সময় এসেছে। একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিই, যখন উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “তোমরা কাকে চাও, যিশুকে নাকি বারাব্বাসকে?” তখন সবাই বারাব্বাসকেই চেয়েছিল। আজকের দিনে আমরা কাকে চাই? যিশুকে চাইলে হয়তো পিলাতের মতো ক্ষমতা হারানোর ভয় আমাদের গ্রাস করবে। আবার অন্যদিকে পিতরের মতো শরীরের আরামের জন্য আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াই, শীতের তাপ পোহাই অর্থাৎ নিজের শরীরের বিলাসিতা করি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা কি সত্যিই যিশুকে চাই, নাকি আজও আমাদের পছন্দ বারাব্বাস?

যিশুর দুই পাশের চোর: “তুমি যদি সত্যিই খ্রিস্ট হও, তবে নিজেকে এবং আমাদেরও বাঁচাও!” *(লূক ২৩:৩৯)* যিশুর দুই পাশে দুই চোর ছিল, তাদের মধ্যে একজন বিদ্রুপ করে বলেছিল এই কথা। সে চাইছিল যিশু যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হন, তবে তিনি যেন নিজেকে এবং তাদের রক্ষা করেন। কিন্তু তার এই কথার মধ্যে বিশ্বাসের অভাব ছিল; এটি ছিল অবিশ্বাসী মনোভাবের প্রকাশ।

আমাদের জীবনেও কি আমরা এমনটা করি না? যখন আমরা কষ্টে থাকি, সমস্যায়

বাকি অংশ ১০ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন....

পুণ্য শুক্রবারে জীবন্ত ক্রুশের পথ আয়োজন কতটা যুক্তিযুক্ত

সাগর কোড়াইয়া

লেখার টাইটেলটা দেখে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পরতে পারেন। আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে পরাটাই স্বাভাবিক। অনেকের প্রশ্ন জাগতেই পারে, তাহলে কি পুণ্য শুক্রবারে জীবন্ত ক্রুশের পথ করা যাবে না! করা যাবে কি যাবে না সেটা কর্তৃপক্ষ ও আয়োজককারীর বিষয়। তবে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনার অনেক কারণ রয়েছে। জীবন্ত ক্রুশের পথ আয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন; তবে পুণ্য শুক্রবার ও প্রায়শ্চিত্তকালের অন্যান্য শুক্রবার বাদ দিয়ে করতে পারলেই বরং ভালো। পুণ্য শুক্রবারের তাৎপর্য ও দিনটাতে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে মাঠ নামক বিরাট একটি মঞ্চে জীবন্ত ক্রুশের পথ আয়োজন নাটক মঞ্চস্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইদানিং অনেক জায়গায় পুণ্য শুক্রবারের ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিময় দিনে জীবন্ত ক্রুশের পথের আয়োজন করে দিনের মাহাত্ম্যটাকে খাটো করার চিত্র হরহামেশাই দেখা যাচ্ছে। এই দিনে কে কার চেয়ে ভালো অভিনয় করলো তা দেখাবার এক প্রতিযোগিতা। অবশ্যই জীবন্ত ক্রুশের পথের বিপক্ষে আমি নই তবে দিন, কাল, ক্ষণ, মুহূর্ত ও তাৎপর্যটা ভেবে দেখাটা জরুরী।

ভাওয়াল খ্রিস্টানদের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনকে ঘিরে অজস্র লোকাচার, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে- যা অনুশীলন করার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও ভক্তিময়তা বৃদ্ধি পায়। ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে কীর্তন, বৈঠকী গান, কষ্টের গান, সাধু-সাধ্বীদের জীবনভিত্তিক পালাগান, সাধু আন্তনীর পালা, যিশুর কষ্টভোগের পালা ও জীবন্ত ক্রুশের পথ। ছোটবেলায় দেখতাম ধর্মপল্লীর মাঠ, হলরুম বা মঞ্চে এগুলোর আয়োজন করা হতো। সে সময়ে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনোদনের মতো নানাবিধ উপায় না থাকায় সবাই বছরে এই পালাগুলো দেখার অপেক্ষায় থাকতো। সময়ের পরিক্রমায় জীবন্ত ক্রুশের পথ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও ছড়িয়ে পড়েছে। ফেসবুকের কল্যাণে জীবন্ত ক্রুশের পথ অনুশীলন থেকে শুরু করে মঞ্চস্থ মুহূর্তেই সবাই দেখতে পাচ্ছে। অবশ্যই সুখপ্রদ বিষয়; কিন্তু মণ্ডলীর তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য শুক্রবারে সিনেমাটিক অভিনয়ের মাধ্যমে জনগণকে হাস্যরসে মাতিয়ে রাখাটা কতটা যুক্তিযুক্ত। কয়েক দশক পূর্বেও প্রায়শ্চিত্তকালের যে কোন একটি নির্দিষ্ট দিনেই জীবন্ত ক্রুশের পথের আয়োজন লক্ষ্য করা যেতো। কিন্তু ইদানিং পুণ্য শুক্রবারের সকালের সময়টাতে এই জীবন্ত ক্রুশের পথ পাকাপোক্তভাবে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। অনেকে বলতে পারেন, পুণ্য শুক্রবারে তো ক্রুশের পথই করা হয়; তাহলে জীবন্ত ক্রুশের পথ করলে সমস্যা কোথায়! আসলে সমস্যা হচ্ছে ক্রুশের পথে যে ভক্তিভাব, উপলব্ধি ও বিয়োগাত্মক ভাব আসে বিপরীতে জীবন্ত ক্রুশের পথে হাস্যরসাত্মকভাবটাই দেখা যায়।

গত বছরের পুণ্য শুক্রবারের পরের দিন পূর্ব পরিচিত একজনের সাথে দেখা। এ কথা সে কথার পর বললেন, আমাদের মিশনে দারুণ জীবন্ত ক্রুশের পথ হয়েছে। জিজ্ঞসা করলাম, কবে হলো জীবন্ত ক্রুশের পথ? বললো, পুণ্য শুক্রবার সকালবেলা। আমি কৌতুহলের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দারুণ? বললো, যুবক-যুবতীরা বেশ ভালো অভিনয় করেছে। আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলাম, পুণ্য শুক্রবারের মতো এমন একটা দিনে মাঠে বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে মাইক বাজিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে পুণ্য শুক্রবারের আধ্যাত্মিক ভাব কি আর থাকে? পরিচিত জন আমতা আমতা করে বললো, উপস্থিত অধিকাংশই অভিনয় দেখে কান্না করেছে। আমি বললাম, চমৎকার অভিনয় দেখে কান্না করেছে সত্য; কিন্তু ক্রুশের পথে কান্নাটা কি জরুরী! বরং অন্তরের উপলব্ধি আর কান্নাটাই প্রধান। এরপর পরিচিত জন আর কোন কথা বললেন না।

জীবন্ত ক্রুশের পথের পর অনেককেই বলতে শুনি, দূর অমুকের অভিনয়টা একদম ভালো হয়নি। আর সৈন্যের ভূমিকায় অভিনয় করা ছেলেটা একদম ফাটিয়ে দিয়েছে। আবার যারা বিভিন্ন চরিত্র চিত্রায়ণ করেন তাদেরও ভালো অভিনয় করার চিন্তা থাকে সব সময়। দু'পক্ষের মধ্যে বিপরীতমুখী এই ধারণা পুণ্য শুক্রবারের অর্থটাকেই পাল্টে ফেলে। পুণ্য শুক্রবারে জীবন্ত ক্রুশের পথে যতই ভক্তিময় ভাব আনার চেষ্টা করা হোক না কেন তা বিফল হবেই। কারণ জীবন্ত ক্রুশের পথ চলাকালীন শিশু ও জনগণের অযথা চিৎকার চেঁচামেচি, নড়াচড়া সবার মনস্তাত্ত্বিক দিক অন্যদিকে ধাবিত করবেই। তখন ক্রুশের পথে জনগণের কোন প্রকার অংশগ্রহণ নয় বরং জনগণ দর্শকশ্রোতা হিসাবেই উপস্থিত থাকে। আর মঞ্চে কয়েকজন অভিনেতা অভিনয় করে দর্শককে আনন্দ দিতে ব্যস্ত। বরং পুণ্য শুক্রবার ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করে যিশুর ক্রুশীয় কষ্টভোগের সাথে যেভাবে একাত্ম হওয়া যায় এবং মনে হয় যিশু নিজেই ক্রুশবহন করছেন তা জীবন্ত ক্রুশের পথের মধ্যদিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। অনেকটা টেলিভিশন বা বড় পর্দায় যিশুর ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সিনেমা দেখার মতো। যেমন যিশুর তিন ঘন্টার ক্রুশীয় যন্ত্রণা নিয়ে মেল গিবসনের বিখ্যাত সিনেমা 'দ্যা পেশন অফ ক্রাইস্ট' দেখে যে কেউ কান্না করতে বাধ্য। তবে সিনেমার শেষে উপলব্ধিটা হচ্ছে, এ তো শুধু অভিনয়মাত্র যা ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করে কখনো হয় না।

পুণ্য শুক্রবার জীবন্ত ক্রুশের পথের আয়োজন অনেকটা প্রতিযোগিতায় রূপ নিচ্ছে। ওই মিশন করলো আমরা করবো না কেন ধারণা মনের মধ্যে পাকাপোক্ত হচ্ছে। জীবন্ত ক্রুশের পথে যিশুর চরিত্র চিত্রায়িত ব্যক্তিকে অনেক সময় শারীরিক আঘাত সহ্য করতে হয় যা সত্যিই লজ্জাজনক। সৈনিক চরিত্রের অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে যিশু চরিত্রের ব্যক্তিকে বেদম প্রহার করে। অনেক সময় সেটা প্রতিশোধ নেবার মঞ্চেও পরিণত হয়। আর প্রতিশোধের এই চিত্রগুলো জনগণ খুব সহজেই বুঝতে পারে। জনগণের মধ্যে তখন এক প্রকার মিশ্রপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পুণ্য শুক্রবারের মতো দিনে এই চিত্র কখনোই শোভনীয় হতে পারে না।

জীবন্ত ক্রুশের পথ যিশুর ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর চিত্র তুলে ধরে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে অবশ্যই রেখাপাত করতে সক্ষম হয় জীবন্ত ক্রুশের পথ। পুণ্য শুক্রবার পুণ্য সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতো নয়। একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়, পুণ্য শুক্রবারে যিশুর কষ্ট-যন্ত্রণার সাথে একাত্ম হয়ে জনগণের মধ্যে আলাদা একটি ভাবগাম্ভীর্যময়তা ফুটে ওঠে। এই দিনটিতে অনেকে উচ্চস্বরে কথাও বলেন না। যারা কখনো উপবাস থাকেন না তারাও এই দিন উপবাস থাকতে চেষ্টা করেন। আর পুণ্য শুক্রবারে জীবন্ত ক্রুশের পথের আয়োজনে জনগণের মধ্যে অভিনয়টা ভালো না মন্দ সেই বিশ্লেষণই শুরু হয়ে যায়। আসলে সেটা তো হবার কথা নয়। তাই জীবন্ত ক্রুশের পথ প্রায়শ্চিত্তকালের শুক্রবার ও পুণ্য শুক্রবার ব্যতিত অন্য যে কোন দিন আয়োজন করলেই বরং ভালো এবং যুক্তিযুক্ত।

রোজা ও ঈদ উৎসব

আবু নেসার শাহীন

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোজা হচ্ছে তৃতীয় স্তম্ভ। রমজান মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে শুরু হয়। আবার চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ঈদুল ফিতর পালন করে মুসলিমগণ। রমজান ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রধান বাহন। এ মাসটিকে কেন্দ্র করে

মুসলমানরা অন্য সময় অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে অধিকতর প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। রোজা মুসলমানদেরকে অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অসংযম, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম-অহংবোধ সর্বপ্রকার অনৈতিক কার্যকলাপে বিরত থাকার দীক্ষা প্রদান করে। মানুষের আত্ম পরিশুদ্ধির পথ বাতলে দেয়। সারা বিশ্বের মুসলমানদের অধিকতর ধার্মিক হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ওঠে এই সময়ে। প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার সুযোগ তৈরি করে রোজা। সামনে খাবার থাকা সত্ত্বেও কেউ খায় না। দিনব্যাপী ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে রোজা পালন করে। ফলে মানুষের মধ্যে ধৈর্য ধারণের প্রবণতা তৈরি হয়। রোজা মানবদেহের জাকাত। জাকাত আদায় করলে যেমন সম্পদ পবিত্র হয়ে যায় তেমনি রোজা পালনের মাধ্যমে মানুষের দেহ ও মন পবিত্র হয়ে যায়। আল্লাহভীরু বুদ্ধিমান বান্দারা এই সুযোগকে কখনও হাতছাড়া করবে না। কারণ এই মাসটিকে বলা হয় ইবাদতের বসন্তকাল। অর্থাৎ আরবি ঋতুরাজ। রোজাদার ব্যক্তি যতই প্রভাবশালী হোক না কেন রোজা পালন অবস্থায় সে তার নিজেকে সব দিক থেকে সামলে রাখবে। সে যে কোন পাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। আবার কাউকে ইফতার করালেও রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। রোজার মাস আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসেই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর ওপর পবিত্র কোরআন নাজিল হয়। রোজার মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত লাইলাতুল কদর রয়েছে। এ রাত সারা বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। এ রাতের ফজিলত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। রমজান মাসে যে কোন মাসের চেয়ে দান-খয়রাত ও সদকার সওয়াব সত্তর গুণ বেশি। এই মাসে কর্মক্ষম সকল ব্যক্তিকে এবং তার পরিবারের অক্ষম ব্যক্তির ফিত্‌রা আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতর নামাজের আগে এটি পরিশোধ করতে হয়। যদি সকল সামর্থ্যবান মানুষ নিয়মিত জাকাত আদায় করতো তাহলে বিশ্বে একজন মুসলিমও অনাহারে-অর্ধাহারে, বস্ত্রহীন অবস্থায়, বিনা চিকিৎসায় মারা যেতো না।

ঈদুল ফিতর উৎসব এখন আর শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ধীরে ধীরে সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঈদকে ঘিরে গ্রাম বাংলায় আনন্দ মেলা, হাডুডু খেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, লাঠি খেলা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। ঈদের বিশেষ বিখ্যাত গান কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা- 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে'। এ গানের কণ্ঠ দিয়েছেন সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দীন। এ গান ছাড়া যেন উৎসব জমে না এবং গানটি সকল ধর্মের মানুষের কাছে প্রিয়। ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে রেডিও টেলিভিশনে এ গানটি বাজে। মানুষ ঈদ উৎসবের প্রস্তুতি নেয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রেডিওতে ঈদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রধান নৃপেন বন্দোপাধ্যায়। এ অনুষ্ঠানটিই বেতারের প্রথম স্বার্থক ঈদ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের ইতিহাস কবে থেকে শুরু তা এখনও জানা যায়নি। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও সপ্তদশ শতকের কবি ভারত চন্দ্রের কবিতায় মুসলমানদের রোজা পালন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় ঢাকা শহরে ঈদের চাঁদ দেখাও ছিল এক আনন্দময় ব্যাপার। চাঁদ দেখার পর তোপধ্বনির মাধ্যমে মানুষকে জানানো হতো এবং আরও দূরের মানুষকে জানানোর জন্য কামান দাগানো হতো। বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজার নির্দেশে তার প্রধান আমত্য মীর আবুল কাশেম ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকায় একটি ঈদগাহ্ নির্মাণ করেন। মানুষ সমাজবদ্ধ। আনন্দ বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া না পাওয়া সবকিছুরই ভাগ দিতে চায় মানুষকে। এ চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনার আদান- প্রদানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষে মানুষে বৈষম্য ছিল। কিন্তু উৎসব কিছু সময়ের জন্য হলেও সে বৈষম্য কমিয়ে দেয়। ধনী-গরীব সকলের জন্য ঈদ উৎসব আনন্দময়। মানুষ এ দিনে আপনজনের সান্নিধ্য পেতে চায়। একটু সময় কাটাতে চায়। হাজার বাঁধা ডিঙিয়ে ছুটে যায় আপনজনের কাছে। সে এক অন্য রকম অনুভূতি। যেন বেহেশ্‌তি সুখ। সমগ্র সমাজব্যাপী ঈদের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্যই ঈদ এত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এত কাঙ্ক্ষিত উৎসব। ঈদের খুশির আবেদন এত গভীর।

এক মাস সুশৃঙ্খল আচার-আচরণের তীর ঘেঁষে আসে ঈদ । আসে আত্মশুদ্ধির সীমা পেরিয়ে। এ ঈদ কোন ব্যক্তিগত উৎসব না। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী ঈদ পালন করে। অভিজাত পরিবারে যেমন ঈদ আসে ঠিক তেমনি ঈদ আসে গরীবের ভাঙা ঘরে অনাবিল খুশির ডালা সাজিয়ে সবার তরে। একাধিক ধর্মের দেশ বাংলাদেশ। নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য ছুটি পায়। একদিকে ছুটি অন্যদিকে ঈদ। আনন্দের দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যায়। বলা বাহুল্য ধর্ম ঐতিহাসিক সত্য এক বিশ্বব্যবস্থা। পৃথিবী থেকে এবং মনুষ্য জাতির অন্তর থেকে ধর্ম কোন দিন লুপ্ত হয়ে যাবে না। একেকজন মানুষ একেকভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। সীমানা ভিন্ন, ভূখণ্ড ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন কিন্তু ধর্ম এক ও অভিন্ন। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাঃ -এর ওপর বিশ্বাসী মুসলমানরা পৃথিবীব্যাপী প্রায় একইভাবে ঈদ উৎসব পালন করে। নতুন জামাকাপড় এবং মেয়েদের হাতে মেহেদী পরা বাড়িতে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মজাদার খাবার খাওয়া একটি অন্যতম জনপ্রিয় ঈদের রীতি। ঈদ হল একদিন কিন্তু ঈদের পরের কয়েকটা দিনও এর রেশ থাকে। ঈদের আগের রাতকে চানরাত বলা হয়। ছেলে মেয়েরা আতশবাজি আর পট্‌কা ফুটিয়ে ঐ রাতে হৈ হুল্লোড় করে। এ উপমহাদেশে ঈদের বিশেষ খাবার হিসেবে প্রাধান্য পায় সেমাই ও মিষ্টি। তবে পৃথিবীর সব দেশেই ছোটরাই বেশি মজা করে থাকে। মালয়েশিয়ানরা ঈদের বিশেষ খাবার হিসেবে বাঁশের কোটরে ভাত রান্না করে। একে লেম্যাঙ বলে। আবার নারকেল গাছের পাতা দিয়ে পাত্র তৈরি করে ভাত রান্না করে। একে বলে কেটুপাট। আত্মীয় পরিজন নিয়ে গোশত ও তরকারি দিয়ে খেয়ে থাকে। তাদের কাছে এ দিনটি ভুল ক্রুটি ক্ষমা করার দিন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ দিন ছোটরা বড়দের সামনে এসে মাথা নিচুঁ করে তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর রোজার পর ঈদের উৎসব চলে এক মাস ধরে। ফিলিস্তিনের মহিলারা রাতে কায়েম নামে এক ধরনের মিষ্টি তৈরি করে। ঈদের দিন সেটি সবার সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার জন্য মসজিদে নিয়ে আসে। নামাজ শেষে সবাই কবরস্থানে গিয়ে তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের জন্য দোয়া করে। ফিলিস্তিনে ঈদের বিশেষ আকর্ষণ হল ভেড়ার মাংস। সামর্থ্যবানরা পুরো ভেড়া রোস্ট করে থাকে। বাকিরা মানসাফ নামক ভেড়ার মাংস রান্না করে ।

জর্দানে তিন দিন ধরে মুসলিমরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। এ সময় মহিলারা খেজুর থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করে। এ ছাড়াও জর্দানের ঈদ আতিথেয়তায় অন্যতম উপাদান হচ্ছে অ্যারাবিক কফি ও চকলেট। বেশ মজার ব্যাপার তিউনিসিয়ায় ঈদের নামাজের আগে ফেত্‌রা সংগ্রহ করা হয়। নামাজ শেষে সবাই নতুন জামাকাপড় পড়ে। মিষ্টি বিতরণ করে। দুপুরে পরিবারের বড় সদস্যদের বাসায় সবায় একত্রে খাবার খায়। এটাই তাদের রেওয়াজ। সিঙ্গাপুরে সুলতান মসজিদ এবং স্ট্রিট এলাকায় মুসলিমদের বসবাস। স্থানীয় ভাষায় ঈদকে বলা হয় 'হরি রয়া পসা'। ঈদের নামাজ শেষে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তারপর ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশে গ্রাম অঞ্চলে ঈদের দিনে সকালে গোসল করে সবাই ঈদের

নামাজ পড়তে যায়। নামাজ শেষে ছোটরা বেলুন বাঁশি কিনে বাড়ি ফিরে। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যায়। পরিচিত মানুষজনকে ঈদের শুভেচ্ছা জানায়। তবে এই দিনে ছোটদের আনন্দ চোখে পড়ার মত। শহরেও উৎসব পালন করা হয়। সৌদি আরবে ঈদ উদ্‌যাপন করে। তারা জাতীয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী এ সব পালন করে না। ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে নারী ও পুরুষদের জন্য বিশেষ ধরনের পোষাক পড়ার রীতি আছে। দিনটি তারা নেচে গেয়ে আনন্দ করে কাটিয়ে দেয়। ঈদ মানে আনন্দ। বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। ঈদ এলেই ফেলে আসা শৈশবের কথা মনে পড়ে। সেদিন আর এইদিনের অনেক ফারাক। শপিংমলে ছোটাছুটি। খাবারের বিস্তৃত তালিকা। নাপিতের দোকানে শেষ মুহূর্তে চুল কাটা জমে ওঠে। সে এক দৃশ্য, তাই না। আর

অভিজাত শ্রেণি অবশ্য ঈদ পালন করতে বিদেশে পাড়ি জমায়। কিছু মানুষ অনেক কষ্ট সহ্য করে হলেও শিকড়ের টানে গ্রামে

ছুটে যায়। তবে ঈদের মর্মবাণী বর্তমান আধুনিক সমাজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আগে যেমন দল বেঁধে চাঁদ দেখতো। এখন সেটা দেখা যায় না। শহরে বড় বড় বিল্ডিং এর জন্য চাঁদ দেখার উপায় নেই। রেডিও টেলিভিশনের খবর শুনে নিশ্চিত হতে হয়। ঈদের দিন এক দল মানুষ শুয়ে বসে অলসভাবে কাটিয়ে দেয়। আর এক দল ছুটে যায় বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন সিনেমা মুক্তি পায়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে থাকে নিত্য নতুন অনুষ্ঠান।

মানুষ কাজের প্রয়োজনে এক সময় পরিবার থেকে আলেদা হয়ে যায়। কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। আর কেউ শহর ছেড়ে অন্য শহরে যায়। আবার অনেকে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যায়। যে যেখানে থাকুক না কেন, নিজের দেশ ও নিজের পরিবারের প্রতি তার ভালোবাসা থেকে যায়। সে সব সময় সেটা অনুভব করে থাকে। যা বলে বা লিখে বুঝানো যায় না। কিন্তু যে কোন উৎসব মানুষ তার পরিবারের সাথে পালন করতে চায়। ঈদের মত বড় উৎসব হলেতো কথাই নেই। বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি।

ইরানের কথা বলি-শিয়া প্রাধান্য থাকায় ঈদের চিত্রটা একটু ভিন্ন রকম। অনেকটা অনাড়ম্বরভাবেই ঈদুল ফিতর পালন করা হয়। ঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দান করা। আবার অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তারা খাবার বিতরণ করে থাকে। কুয়েতে পুরুষরা বিশেষ ধরনের তলোয়ার নৃত্য প্রদর্শন করে। আর পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম আধিপত্য না থাকায় সেখানকার চিত্র ভিন্ন রকম। তবে বিচ্ছিন্নভাবে ঈদ উৎসব পালন করা হয়। প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে জীবনের প্রতিটি শুভক্ষণে উৎসব। নানা উৎসবের ঐতিহ্যে জনসাধারণের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্য ধরা পড়ে। বলাবাহুল্য ধর্ম ঐতিহাসিক সত্য। মানুষের বাইরে এর বিকাশ। শিকড় মানবাত্মার গভীরে। মানুষের মন থেকে ধর্ম মুছে ফেলা যাবে না। ধর্ম পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করে। সিরাম শব্দের অর্থ সংযম। শুধু উপবাস না। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ তথা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিরত থাকা। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা এর ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। অতি মুনাফালোভীদের থাবায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। রোজা এলে সব জিনিসের দাম বেড়ে যায়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এক শ্রেণির ব্যবসায়ী অল্প দিনের ব্যবধানে ফুলে ফেঁপে ওঠে। ধর্মের বাণী তাদের কানে পৌঁছে না। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা সব করতে পারে। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। ব্যবসায়ীদের উচিৎ ছিল জিনিস পত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা। যেন সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে কেনা কাটা করতে পারে। মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারে নির্বিঘ্নে। ঈদ যেন বাস্তব জীবনে সত্যি সত্যি উৎসব নিয়ে আসে। আনন্দ খুশির বার্তা নিয়ে ঈদ আসে। এ আনন্দ খুশি উপভোগে সকল মুসলমানের অধিকার আছে।

ঈদ নিয়ে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মনে অনেক ভাবনা থাকে। ঈদের পোষাক কেমন হবে? কোন জামা পড়ে ঈদের নামাজ পড়বে? কোন জামা পড়ে ঘুরতে যাবে? পাঞ্জাবীর সাথে কোন স্যান্ডেল পড়বে আর প্যান্টের সাথে কোন স্যান্ডেল পড়বে? কার কাছ থেকে সালামি পাওয়া যাবে। কোন কোন বন্ধুকে ঈদ কার্ড দিবে? নানা রকম পরিকল্পনা করে সময় পার করে ওরা। ঈদের আনন্দ দারুণভাবে উপভোগ করে ওরা। ঐ দিন দল বেঁধে ঘুরাঘুরি করে। গত তিন বছর করোনা ভাইরাসের কারণে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। আনন্দের দিনে তাদেরকে ঘরে থাকতে হয়েছে। ফলে শিশুদের কচি মনে দাগ কেটেছে। এখন ইন্টারনেট শিশুদের অনেক ভাবনা বদলে দিয়েছে। তারা মোবাইলের মাধ্যমে খুদে বার্তা পাঠায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দরিদ্র শিশু-কিশোররাও নতুন জামা কাপড় পড়ে ঈদ করে। তবে ব্যাতিক্রমও আছে। ঈদে ছুটি থাকে বলে ঈদের আনন্দ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। তবে শহর এলাকায় পশ্চিমা ধাঁচের অনেক জমকালো অনুষ্ঠানমালা চোখে পড়ে। এখন শিশুদের সময় কাটানোর মাধ্যম হল মোবাইলে গেইম খেলা। মোবাইলে বন্ধুদের সাথে গল্প করা। শিশুরা ঈদের আগের দিন আতশবাজি কিনে। শিশু বয়সের ঈদ হল জীবনের শ্রেষ্ঠ ঈদ। রাত জেগে ঈদের দিনের জন্য অপেক্ষা করা। কখন রাত শেষ হবে। ঈদ শিশুদের শিক্ষা দেয় গরীব-দুঃখীর খবর নিতে। মানুষের পাশে দাঁড়াতে। অসহায়দের সাহায্য করতে। এতিম যারা, যাদের আয় রোজগারের কেউ নেই। এমন মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়ে যায় ঈদ। এ সব শিক্ষা যদি বাস্তবে ঠিক মতো পালন করা যেত তাহলে পুরো সমাজ ব্যবস্থা বদলে যেত। শুধু নিজেরা ভালো আছি। ভালো খাচ্ছি। ভালো পড়ছি। এটা সব কিছু না।

এটার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। আনন্দ হল সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা। ঈদের মত কাটুক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। ঈদ আনন্দ যেন বিত্তবানদের ঘরেই শুধু বন্দি হয়ে না থাকে। তারা যা খায় তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে। ঈদের খুশির এই ভারসাম্যহীনতা ঈদের আনন্দকে যেন পানসে করে না দেয়। প্রতি বছর ঈদ আসলে বেতন বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন করতে হয় কেন? শ্রমিকদের

শরীরের ঘামে ঘোরে শিল্পচাকা। তাই তাদের ঈদ আনন্দ দিতে মালিকপক্ষ যেন যথেষ্ট আগেই বেতন-বোনাসের নিশ্চয়তা রাখে।

যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে গরীব অভাবি মানুষ ভিড়ের ভেতর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যায় কেন? তখন ঈদের আনন্দ আর আনন্দ থাকে না। এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি দরকার। নির্মল আনন্দে তারা হতে পারে অংশীদার। ইসলাম সব মানুষের। সব ধর্ম মতের মানুষকে ইসলাম তার ছায়ায় সমভাবে আশ্রয় দেয়। ইসলামের বিভিন্ন আনন্দোৎসবে অমুসলিমরাও অংশগ্রহণ করতে পারে। এটা দুষণীয় নয় বরং এতে তাদের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর দূরত্ব কমে যাবে। তাদের অংশগ্রহণ আমাদের ঈদ আনন্দকে একটা সর্বজনীন রূপ দিতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারবো সর্বজনীন ঈদ আনন্দ। এটার জন্য দরকার মানসিকতার পরিবর্তন। এ ধরনের ভূমিকা ইসলামের উদারতাকেই তুলে ধরবে। সবাইকে নিয়ে সর্বজনীন ঈদ উৎসবের আয়োজনে আলেমদের ভূমিকা থাকা দরকার। তারা এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। সমাজের সবাইকে সম্পৃক্ত করতে পারলেই ঈদ আনন্দ হয়ে ওঠবে একটি সর্বজনীন উৎসব।

মাহে রমজান আধ্যাত্মিক উৎসবের মাস। বছর ঘুরে আবার আসে। মাস জুড়ে এমন উৎসব বোধ করি পৃথিবীতে আর নেই। এ মাসে নিজেকে সংশোধন করার বিশাল সুযোগ। পবিত্র এ মাসে কল্যাণ কামনা করি পরস্পরের। সবার ওপরে মানুষ সত্য। আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশ হোক শান্তি ও সুন্দরের প্রাণময় উদ্যান। দূর হোক অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও দুঃখময় দিন। প্রার্থনা করি মহান প্রভুর দরবারে, তিনি যেন অকল্যাণ ও অসুন্দর থেকে মুক্তি দেন আমাদের। সত্য ও সুন্দরই আমাদের প্রথম ও শেষ বিবেচনা। পারস্পরিক বিভেদ নয়, ঐক্যের সুমহান বাতাস আমাদের দুঃখের ক্ষতগুলো মুছে দিক। আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। মানুষকে সম্মান দিতে চাই, দিতে চাই মানুষের মর্যাদা। বিভাজন কোন দিন কোন জাতির অগ্রগতি এনে দিতে পারে না। ঐক্যই জাতির মূল শক্তি। আমরা ঐক্যের গান গাই। ঐত্যতানে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবস্থানে॥ ৯

পূর্ব প্রকাশিত: ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ **ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি** পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি
ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায়
কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,

তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল
আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বাবা,

বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পূর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়, শ্রেয়।

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

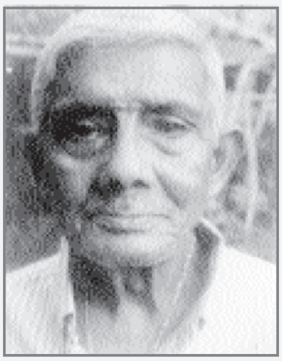

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম: ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,

২৫বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছ্বলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/৭৯/২৫

ছোটদের আসর

লিটনের ঈদের চমক

লিটন একটু দুষ্টু, কিন্তু মিশুক ছেলে। তার সবচেয়ে পছন্দের সময় হলো ঈদ। নতুন জামা, মজার মজার খাবার, আর ঈদের দিন সবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো সবকিছুতেই তার আনন্দ। এবার ঈদের জন্য লিটনের অনেক পরিকল্পনা। সে নতুন পাঞ্জাবি কিনলো, বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যাবে, আতশবাজি ফুটাবে, আর সবচেয়ে বড় কথা, ঈদের সালামি জমিয়ে একটা বড় কিছু কিনবে।

চাঁদের রাত এলে লিটনের খুশির সীমা থাকে না। মা তাকে হাতে মেহেদি লাগিয়ে দিলেন, বাবা ঈদের টাকা দিয়ে দিলেন আর বড় আপু বললেন, “এবার কিন্তু সালামি জমিয়ে বুদ্ধিমানের মতো খরচ করবে!” লিটন মনে মনে ভাবলো, সে একটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি কিনবে! দোকানে গিয়ে সে আগেই গাড়িটা দেখে এসেছে।

ভোরে উঠে লিটন নতুন জামা পরে ঈদের নামাজে গেল। নামাজ শেষে সবাইকে সালাম করে সে অনেক সালামি পেল। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বের হলো। বাড়ি ফেরার পথে এক কোণে একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটার জামা ময়লা, চোখে কেমন যেন আশা-নিরাশার মিশ্র অনুভূতি। লিটন জানতে চাইল, “তুমি ঈদে কী কিনলে?” ছেলেটা মুখ নিচু করে বললো, “আমার মা ঈদের নতুন জামা কিনতে পারেননি...” লিটন চুপ করে রইলো। পকেটে থাকা সালামির টাকা সে শক্ত করে ধরলো। এরপর একটু চিন্তা করে হঠাৎ বললো, “তুমি দাঁড়াও!”

লিটন ছেলেটাকে নিয়ে দোকানে গেল। সেখানে গিয়ে বললো, “আঙ্কেল, ওর জন্য একটা নতুন জামা দিন!” দোকানদার হাসিমুখে সুন্দর একটা জামা দিলেন। লিটন নিজের সব সালামির টাকা দিয়ে জামাটা কিনে দিলো। ছেলেটা আনন্দে কেঁদে ফেললো। লিটনের মনে হলো, সে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি না কিনলেও কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং আজকের ঈদটাই তার সবচেয়ে আনন্দের কেটেছে।

শিক্ষা: *ঈদের আসল আনন্দ শুধু নিজের খুশি করা নয়, বরং অন্যদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই প্রকৃত সুখ!*

(প্রতিবেশী ডেস্ক)

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

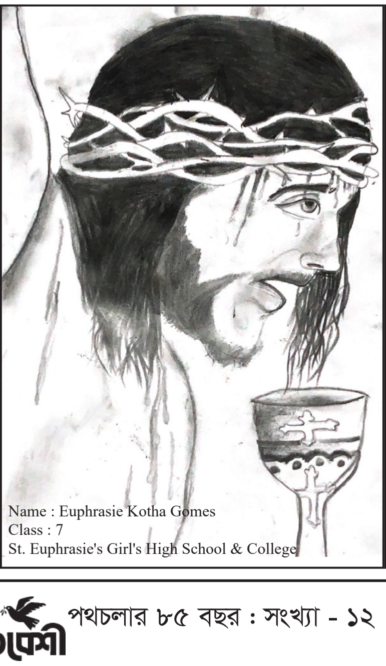

Name : Euphrasie Kotha Gomes
Class : 7
St. Euphrasie's Girl's High School & College

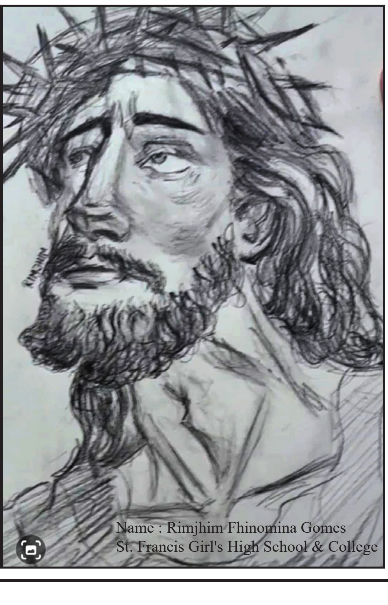

Name : Rimjhim Fhinomina Gomes
St. Francis Girl's High School & College

ত্যাগ সাধনায় প্রায়শ্চিত্তকাল

তার্সিসিউস গমেজ (তাসু)

ভস্মতীলক যেদিন মেখেছি ললাটে
আত্মশুদ্ধির ব্রত নিয়েছি কঠিন শপথে।
প্রার্থনা উপবাস, ভিক্ষাদান, দয়ার কাজ
মানবতার পরম কাজ, বলে গেছেন খ্রিস্টরাজ।
ছাই লেপনের মূল কথাটি কর স্বরণ
হে মানব তোমার একদিন, হবে যে মরণ।
সে কঠিন বাস্তব সত্য কথাটি,
যাই ভুলে প্রতিপদে
রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার
বৈভব এর মায়াজালে।
প্রভুযিশু বলেন, “আমি যেমন
তোমাদের ভালোবেসেছি
তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে।”
ক্রুশের চিহ্নে আমি হয়েছি চিহ্নিত গর্বিত
যে ক্রুশেতে প্রভু যিশু হলেন সমর্পিত।
সেবা কর দুঃখীজনে; সেবা কর আর্তজনে
সেতো তোর খ্রিস্ট সেবা,
মহৎ কীর্তি আত্মদানে।
মানবেরই পাপের তরে, সেচ্ছায় অকাতরে
নীরবে সহিলেন প্রাণ, কালভেরী ক্রুশোপরে।
ক্রুশই আমার জীবনপ্রাণ,
ক্রুশই আমার পরিত্রান
ক্রুশই আমায় করেছে গৌরব দান,
মহামহীয়ান।
পবিত্র ক্রুশ বয়ে এনেছে মানবের পরিত্রান
বিজয় মুকুট শিরে তার,
মৃত্যু ভেদী পুনরুত্থান।
প্রভুযিশু অতিবাহিত করেন, মরু প্রান্তরে
৪০ দিন-রাত কঠোর ত্যাগ উপবাসে।
কপালে ভর্ষ মেখে, সবাই হলাম পরিশুদ্ধ
তপস্যাকালে প্রবেশ করে,
দয়াদানে হলাম আবদ্ধ।
আত্মশুদ্ধির বসন্তকাল, এ প্রায়শ্চিত্তকাল
হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকারের বেড়াজাল
চুর্ণ করে এসো সবাই, মিলন সমাজ গড়ি
জীবন নবায়নে, কালভেরীর ক্রুশের পথ ধরি।
হে পাপী, তুমিও একদিন সমাধিতে নামিবে
তখন তোমার সংসারের ধনে মানে কী লাভ হবে?
হে শোকান্নীতা মাতা,
তোমার পুত্রশোকে দুঃখে কাতর আমি
এমন অনুতাপ দাও, যেন সংসারের আমোদ-
প্রমোদে ভুলে না থাকি।
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সিনোডাল আবেদন
মণ্ডলীর নিদর্শন, মিলন প্রেরণ ও অংশগ্রহণ।
জুবিলী বর্ষ ২০২৫ আশার তীর্থযাত্রী
যিশুখ্রিস্টের জন্মজয়ন্তী আমরাও সহযাত্রী।
‘হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল, সোনাবাজু
সুমধুর আছে বক্সনগর, তুইতাল শুলপুর।
তীর্থ কর মনের সুখে, দুঃখ ব্যথা হবে দূর
সেবা, দয়া, করুণা ত্যাগ হোক,
প্রায়শ্চিত্তের মূল সুর।

কৃতজ্ঞতা: *গীতাবলি, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও পবিত্র বাইবেল।*

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

হাসপাতাল থেকে নিজ বাসভবনে পুণ্যপিতার ফিরে আসা

রোমের জেমেল্লি হাসপাতালে পাঁচ সপ্তাহ নিবিড় পর্যবেক্ষণ শেষে গত রবিবার ২৩ মার্চ ভাতিকানে নিজ বাসভবনে ফিরেছেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। ডাবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনামলে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সংকট। উল্লেখ্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পুণ্যপিতা হাসপাতালে ভর্তি হন।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অপেক্ষারত ভক্তদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানান পোপ মহোদয়। এসময় তাকে হুইলচেয়ারে চড়তে দেখা যায়। ভাতিকানে ফেরার আগে তিনি রোম ট্রেন টার্মিনালের অদূরে অবস্থিত সান্তা মারীয়া মাজোরে নামক মহামন্দিরে মা মারীয়ার কাছে নিবেদনের জন্য ফুল উক্ত মহামন্দিরের আর্চযাজকের কাছে দিয়ে আসেন।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পুণ্যপিতা নিউমোনিয়ার বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করলেও পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। তাকে দুইমাসের জন্য পুরোপুরি বিশ্রামে থাকার পাশাপাশি ভিড় ও মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি চার দফা শ্বাসতন্ত্রের জটিল সমস্যার মুখোমুখি হন। এর মধ্যে দু'বার পরিস্থিতি প্রাণঘাতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বর্তমানে অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। তবে সংকটাপন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার সঙ্গে একটি অক্সিজেনের সিলিন্ডার রাখা হয়েছে। এদিকে চিকিৎসকদের 'অক্লান্ত পরিশ্রমের' জন্য একটি বিবৃতির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে ভাতিকান।

সুস্থ হয়েই পোপ মহোদয় বললেন, 'গাজায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করো'

সুস্থ হয়ে প্রকাশ্যে এসেই তিনি বললেন, 'এখনই গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করা দরকার।'

পোপ মহোদয় তার নিয়মিত দূত সংবাদ প্রার্থনার পরের বক্তব্যে লিখেছেন, "গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের তীব্র বোমাবর্ষণ পুনরায় শুরু হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এর ফলে অনেক মানুষের প্রাণহানি এবং আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আমি বিশ্ববাসীর কাছে অনুরোধ করছি, অস্ত্রের ঝনঝনানি অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। যেন সাহস পাওয়া যায়, সেই সাহস যাতে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য, এবং শান্তির জন্য পুনরায় সংলাপ শুরু করতে পারে। যাতে গাজার সকল বন্দী মুক্তি পেতে পারে এবং চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি অর্জিত হয়।"

বিশ্বে কাথলিকদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পালকীয় কর্মীর সংখ্যা হ্রাস

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের প্রকাশনী সংস্থা লেভ (LEV) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মণ্ডলীর বিভিন্ন তথ্য নিয়ে একটি পরিসংখ্যান বই প্রকাশ করেছে। যেখানে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের কাথলিক মণ্ডলীর জীবনচিত্র কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে। এ সময়ে একটি মাণ্ডলীক প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে, তিনটি ডায়োসিস মেট্রোপলিটান ডায়োসিসে উন্নীত হয়েছে, সাতটি নতুন ডায়োসিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, একটি ডায়োসিসকে আর্চডায়োসিসে উন্নীত করা হয়েছে এবং একটি এপস্টলিক ভিকারিয়েটকে ডায়োসিসে উন্নীত করা হয়েছে। তবে পরিসংখ্যানের এই বইয়ে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে ২২-২৩ এ দু'বছরের। তাতে দেখা গেছে বিশ্বে এ সময়ে ১.১৫% কাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩৯ বিলিয়ন থেকে ১.৪০৬ বিলিয়ন হয়েছে। বিশ্বের মোট কাথলিকদের ৪৭.৮% বাস করে আমেরিকায়, ১১% বাস করে এশিয়ায় এবং ২০.৪% কাথলিক বাস করে ইউরোপে।

কাথলিক মণ্ডলীতে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মোট ৫,৩৫৩ জন বিশপ ছিলেন যা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে উন্নীত হয় ৫,৪৩০। তবে বিশ্বে যাজকদের সংখ্যা ২০২৩ এ ছিল ৪০৬,৯৯৬ জন, যা ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৩৪জন কম। স্থায়ী ডিকনদের সংখ্যা ৫০,১৫০ থেকে বেড়ে ৫১,৪৩৩ হয়। ব্রতধারী ব্রাদার ও সিস্টারদো সংখ্যাও কমে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। সারাবিশ্বে ব্রতধারী সিস্টারদের সংখ্যা ৫৯৯,২২৮ থেকে ৫৮৯,৪২৩ নেমে আসে। একইভাবে সেমিনারীয়ানদের সংখ্যাও ১০৮,৪৮১ থেকে ১০৬,৪৯৫ এ নেমে আসে।

- তথ্যসূত্র : news.va

JOIN
OUR TEAM

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন
That all may have abundant life | Integrated Rural Health and Development

LAMB is a Christian international organization committed to providing value-based, service-oriented, and high-quality care to everyone, particularly the poor and vulnerable so that they may experience abundant life. We serve God by serving those in need. LAMB runs a well-managed 100-bed hospital, community health development program, training and research initiatives, an English-medium school, and a nursing and midwifery training institute. Our services reach over 6.3 million people in Northwest Bangladesh.

We are looking for passionate and qualified workforce

- **Medical Officers – Junior/ Senior/ Consultant**
- **Instructor for Nursing Institute**
- **Teacher for LAMB English Medium School**
- **Head of Security**
- **Research Coordinator/Manager**

SEND YOUR CV
hrjobs@lambproject.org **or** HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh

FOR MORE DETAILS VISIT OUR WEBSITE
www.lambproject.org

বিজ্ঞ/৮০/২৫

রমনা সেন্ট মেরীস্ কাথিড্রালে আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

ফাদার আলবার্ট রোজারিওঃ গত ১৮ মার্চ, মঙ্গলবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র ১৮তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে রমনা সেন্ট মেরীস্ কাথিড্রালে পালন করা হয়।

ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় ফাদারগণের মিটিং ও নির্জনধ্যানের কারণে আগে থেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন। বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে রমনা কাথিড্রালে আর্চবিশপের স্মরণ দিবস উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান হয়। স্মৃতিচারণ করেন ডঃ আলো ডি রোজারিও। তিনি তার স্মৃতিচারণে আর্চবিশপের বিভিন্ন গুণগুলি তুলে ধরেন এবং মানুষের বিপদে আর্চবিশপ কিভাবে পাশে থাকতেন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে সুন্দর সহভাগিতা করেন। এরপর খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রযোজনায় পরিবেশিত হয় ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী যেখানে আর্চবিশপের জীবন চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। পরে মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এনডিক্রুজ, ওএমআই আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যু বার্ষিকীর মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। বিশপ সুব্রত গমেজ, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ ও প্রায় ১০০ জন পুরোহিত তাঁকে সহযোগিতা করেন। খ্রিস্টযাগে সিস্টারগণ, সেমিনারীয়ানগণ ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগে উপদেশ দেন ফাদার থিয়োটনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু। উপদেশে ফাদার বলেন, আর্চবিশপ হিসাবে সবার প্রতিই তিনি ছিলেন যত্নশীল। পিতৃসুলভ স্নেহমমতা, সুপরামর্শ আর শাসন দিয়ে আগলে রেখেছেন সবাইকে। পালকীয় দায়িত্ব পালনে তিনি নিয়মিত পালকীয় সফরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে গিয়েছেন। তাঁর জীবনটা ছিল আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ।

খ্রিস্টযাগ শেষে তাঁর কবরে গিয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও তাঁর সম্মানার্থে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বারোমারীতে গা.মা.সা. পালকীয় এলাকার খ্রিস্টভক্তদের আশার তীর্থযাত্রা

আঞ্জেলিউস মূর্মু (এঞ্জেল)ঃ বিগত ১৪ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারী ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গা.মা.সা. পালকীয় অঞ্চলের খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণে একটি তীর্থযাত্রার আয়োজন করা হয়। জুবিলী বর্ষকে উপলক্ষ্য ক'রে এই তীর্থযাত্রায় 'আশার তীর্থযাত্রী' হিসেবে গা.মা.সা. পালকীয় এলাকার অন্তর্ভূক্ত ৪টি কোয়াজি ধর্মপল্লী ও কেন্দ্র (কেওয়াচালা, ফাওকাল, উথলী ও জিরানী) থেকে ৫ জন যাজক, ২ জন সিস্টার ও ১৩৩ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সকালের নাস্তা গ্রহণের পরে খ্রিস্টভক্তগণ বারোমারী মা মারীয়ার তীর্থচত্বরের গির্জায় উপস্থিত হলে সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় উথলী কোয়াজি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও তীর্থ কমিটির আহ্বায়ক ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স এই তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রার্থনাপূর্ণ স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানান। এরপর উপস্থিত সকলে ভক্তিপূর্ণভাবে প্রার্থনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সারা দিনের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রার্থনার পরে যিশু কর্মী কেন্দ্র, জিরানী'র সহকারী পুরোহিত ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু সারা দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর ফাওকাল কোয়াজি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ম্যাক্সওয়েল এ টমাস জুবিলী বর্ষের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে সহভাগিতা করেন। ফাদারের সহভাগিতার পর উপস্থিত সকলে ভক্তি সহকারে তীর্থ চত্বরের পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মনোরম পরিবেশে ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করেন। ক্রুশের পথের পরে সকলে পুনরায় তীর্থচত্বরের গির্জাঘরে সমবেত হয়ে জপমালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনা চলাকালীন সময়ে খ্রিস্টভক্তগণ পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করেন। দুপুর ১২.১৫ ঘটিকায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন যিশু কর্মী কেন্দ্র, জিরানী'র পাল-পুরোহিত ও গা.মা.সা. পালকীয় অঞ্চলের সভাপতি ফাদার জন পাওলো পিমে। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে খ্রিস্টীয় জীবনে প্রায়শ্চিত্তকালীন প্রস্তুতি এবং এর গুরুত্বের উপর অনুধ্যান রাখেন। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স এই তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই তীর্থযাত্রার সুন্দর সমাপ্তি ঘটে।

নাগরী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএঃ গত ১৫ মার্চ, শনিবার নাগরী ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"- এই মূলসুরের আলোকে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারে ৩১০ জন শিশু, ৩ জন ফাদার, ১৪ জন এনিমেটর, ৩ জন সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, কমিটির সদস্য ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই এবং সহকারী পালপুরোহিত ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণ। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণ এবং ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। টিফিন বিরতির পর ফাদার ঝলক মূলসুরের উপর তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন এবং এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এনিমেটর এবং শিশুদের মাঝে যিশু ও মা মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। টিফিন বিতরণের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

মঠবাড়ি ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএঃ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৮ মার্চ মঙ্গলবার মঠবাড়ি ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি। উপদেশে ফাদার মূলসুরের আলোকে শিশুদের পাপের পথ থেকে দূরে থাকতে এবং সবকিছুতে আশা রাখতে অনুপ্রাণিত করেন। একই সাথে তিনি শিশুদের প্রার্থনা, উপবাস, দয়ার কাজ, ভিক্ষাদান ও ত্যাগস্বীকার করতে উৎসাহিত করেন।” খ্রিস্টযাগের পর ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি সবার উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক শুভেচ্ছা বক্তব রাখেন। অতঃপর শিশুরা ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালি করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগান দিয়ে মাঠ ও গির্জা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। টিফিন বিরতির পর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত মূলসুরের উপর চমৎকার সহভাগিতা করেন। এরপর শিশুরা এনিমেটরদের সহযোগিতায় খুব সুন্দরভাবে ক্রুশের পথের ১৪টি স্থান অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। অভিনয়ের পর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোতিা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এছাড়া এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ২৪০ জন শিশু, ১০ জন এনিমেটর, ২জন সিস্টার এবং ১জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন।

কাক্‌কো'র ৬ষ্ঠ ওপেন ফোরাম-২০২৫ এবং ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

শরৎ আলফন্স রড্রিক্সঃ ‘উদ্ভাবন, প্রচেষ্টা ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জীবনের জন্য সমবায়’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের ১৩০ জন চৌকষ সমবায় নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণে ২০ হতে ২৩ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাককো) লিমিটেড এর ৬ষ্ঠ ওপেন ফোরাম-২০২৫ এবং ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এবারের ফোরাম ও বার্ষিক সাধারণ সভা পৃথিবীর সুবিশাল সমুদ্র সৈকতের লীলাভূমি কক্সবাজার-এর হোটেল সী প্যালেস-এ অনুষ্ঠিত হয়।

সমবায়ের বৈশ্বিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায়ের সর্বশেষ প্রবণতা, চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ, আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সমবায় সমিতির ভূমিকা, সমবায়ে এসএমই ও মাইক্রো ক্রেডিট অন্তর্ভূক্তিকরণ, সদস্যদেরকে উৎপাদনে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু সুরক্ষায় করণীয়সমূহ, সকল বয়সের জনগোষ্ঠী - বিশেষ করে যুব, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমিতির সাথে যুক্ত করার কৌশলসমূহ, সমবায়ের নেতৃত্ব নির্বাচনে আকু'র ‘ফিট এন্ড প্রপার’ পলিসি উপস্থাপন এবং প্রফেশনালদের উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ বিষয়ে নান্দনিক উপস্থাপনা ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়।

৩দিনের এই ফোরামে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি ২টি সমবায় সমিতিতে এক্সপোজার প্রোগ্রাম, প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন ও নিজেদের মধ্যে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের একটি অনন্য সুযোগ তৈরী করেছে।

ফোরাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ। শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি বাইবেলের আলোকে সমবায় সমিতির পরিচালনা এবং সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কাক্‌কো'র চেয়ারম্যান মিঃ পংকজ গিলবার্ট কস্তা'র সভাপতিত্বে ২১ মার্চ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। সদস্য সমিতির ৩৮ জন ডেলিগেট ও ৪০ জন অবজারভার এতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচী মোতাবেক কাক্‌কো লিঃ-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিভিন্ন অর্জন, চলমান কার্যক্রমসমূহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

শ্রীমঙ্গলের হরিণছড়া তীর্থস্থানে তপস্যাকালীন প্রোগ্রাম

গৌরব জি. পাথাংঃ গত ২৩ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী শ্রীমঙ্গলের হরিণছড়া তীর্থস্থানে মারীয়া সেনাসংঘ ও ধর্মপল্লীর যৌথ উদ্যোগে ও আয়োজনে এবং হলিক্রস ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিজ বাংলাদেশ-এর সহায়তায় সারা দিন ব্যাপী তপস্যাকালীন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ধর্মপল্লীর ১৫ টি পুঞ্জি ও চা বাগান থেকে প্রায় ৪৫০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সকাল সাড়ে দশটায় পবিত্র জপমালা প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। পবিত্র জপমালার পর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার গৌরব জি. পাথাং, সিএসসি উক্ত প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরে সেনাসংঘের সহায়ক মি. ফেলিক্স আশাক্রা সেনাসংঘের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। তারপর হলি ক্রস ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিজ বাংলাদেশের জাতীয় পরিচালক ফাদার রুবেন গমেজ সিএসসি “বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় ক্রুশই আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা” এই মূলসুরকে কেন্দ্র ক'রে সহভাগিতা করেন। সহভাগিতার পর পুনর্মিলন ও পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সাথে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য মা মারীয়ার দর্শন দানের মুভি দেখানো হয়। পরে উক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জেমস্ শ্যামল গমেজ, সিএসসি-এর খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের নতুন অফিস উদ্বোধন

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাসঃ ১৭ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও-এর উপস্থিতিতে রাজশাহী কারিতাস অঞ্চলে যুব কমিশনের অফিস উদ্বোধন করা হয়। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্য, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের কো-অর্ডিনেটর ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ ও সহকারী কো-অর্ডিনেটর ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস আইন্দ, যুব কমিশনের এনিমেটর-ভলেন্টিয়ার এবং কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফাদার প্রশান্ত আইন্দ এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বিশপ মহোদয়, আঞ্চলিক পরিচালক ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ একত্রে ফিতা কাটেন এবং অফিসে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পরে ছোট প্রার্থনা করা হয়। বিশপ মহোদয় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমি খুশি যে আমি এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরেছি এবং আমার যুবাদের একটা আশ্রয়স্থল দিতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি তাদের যুব আহ্বান ও

স্পিহা জাগ্রত হবে।

ড. আরোক টপ্য বলেন, যুবক যুবতীরা হচ্ছে মণ্ডলীর প্রাণ; যারা কিনা সারাটা বৎসর মণ্ডলীর সজিবতা বজায় রাখে। আমরা সর্বদা যুব কমিশনের পাশে আছি এবং তাদের সাহায্যের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত। পরিশেষে ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ এর বক্তব্য এবং টিফিনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী আনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এবিসিডি এসোসিয়েসন, বাংলাদেশ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

ডাঃ পল্লব এডুয়ার্ড রোজারিওঃ এবিসিডি এসোসিয়েসন বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ১২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৮ মার্চ ২০২৫, শনিবার বিকেল ৪:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত, সেন্ট জন ভিয়ান্নী হাসপাতাল, ফার্মগেট, ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিবিসিবি চ্যাপলেইন ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা। তিনি বলেন, এবিসিডি আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর ডাক্তারদের একটি সংগঠন, সে ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ব মণ্ডলী এবং বাংলাদেশ মণ্ডলী ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী তাদের সবার জন্য অনেক চিন্তা করে। সভায় ২০২৫-২৭ নতুন বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা এবং লিলি আন্তনীয়া গমেজ, সিবিসিবি স্বাস্থ্য কমিশনের সেক্রেটারি। নতুন কমিটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ডা. পল্লব এডুয়ার্ড রোজারিও এবং সেক্রেটারি নির্বাচিত হন ডা. বেঞ্জামিন জুয়েল রোজারিও। কোষাধ্যক্ষ ডা. পবন রোজারিও। এক্সিকিউটিভ মেম্বার ডা. ফাল্গুনী মেরী পেরেরা এবং ডা. সেন্ড্রা সিলভী রিবেরু। প্রোগ্রামে ফিজিকাল এবং অনলাইনে প্রায় ১০ জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে সেবারত সিস্টারদের সেমিনার

মার্চ ১৮-২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকীয় ও ব্রতধারী/ব্রতধারিণীদের জন্য কমিশনের উদ্যোগে 'ব্রতীয় জীবনে মিলনের সাধনা: সংহতি ও অন্তর্ভূক্তি' - মুলসুরের উপর ভিত্তি করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে সেবারত সিস্টারদের জন্য খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে ৩৭ জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল অতিথিদের বরণ ও শুভেচ্ছা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, উক্ত কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার মাইকেল কোড়াইয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য, ফাদার বাবলু কোড়াইয়ার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য, সিস্টার যাচিন্তা ডি' ক্রুজ, এসসির স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচিতি পর্ব। এছাড়াও ছিল সহভাগিতা, পবিত্র ক্রুশের আরাধনা, নবাই বটতলা ধর্মপল্লী, আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লী ও পদ্মা নদীর পারে প্রার্থনা ও আনন্দ ভ্রমণ।

উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও। তিনি সংঘবদ্ধ জীবনের মিলনের কয়েকটি দিক তুলে ধরেন। মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন সিস্টার হেলেন এসসি। উপস্থাপনার আলোকে দুইটি প্রশ্নকে সামনে রেখে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়।

সমাপনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি সহভাগিতায় তুলে ধরেন ঈশ্বরের সাথে ও পরস্পরের সাথে মিলনই হলো ব্রতীয় জীবনে সত্যিকারের মিলন, সকলকে সঙ্গে রাখা-একসাথে রাখা কাউকে বাদ দিয়ে নয় এটাই হলো অন্তর্ভূক্তি এবং অন্যের সাথে এক হওয়াই সংহতি। আহ্বায়কের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেমিনারের পরিসমাপ্তি হয়।

সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা

লুটমন এডমন্ড পডুনা : প্রতি বছরের ন্যায় কারিতাস সিলেট অঞ্চল ও ধর্মপ্রদেশের যৌথ উদ্যোগে সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা গত ২০ থেকে ২১ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার কাথলিক উপধর্মপল্লীতে উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব পল্লব হোম দাস, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফাদার মার্কুস মূর্মূ, আরও উপস্থিত ছিলেন কারিতাস সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক বনিফাস খংলা, শায়েস্তাগঞ্জ উপধর্মপল্লীর ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও, সিস্টার ফ্লোরেন্স রোজারিও। এসডিডিবি প্রকল্পের জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা লুটমন এডমন্ড পডুনা এবং এনিমেটর ও অন্যান্য কর্মীগণ। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল-"আমি জ্বালিয়ে রেখেছি আশার প্রদীপ।" প্রতিবন্ধী ভাইবোন, অভিভাবক এবং স্বেচ্ছাসেবকসহ সর্বমোট ১২০ জন অংশগ্রহণকারী তীর্থযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিন মূল কর্মসূচির মধ্যে ছিল শোভাযাত্রা, বরণ, মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন ও নৃত্য, প্রার্থনা এবং পরিচিতি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বনিফাস খংলা এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও। এর পর ৫ জন সেরিব্রাল পাল্সি শিশুর অভিভাবকদের হাতে (স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, এংকেল ফুট অর্থোসিস এবং কর্ণার চেয়ার) সহায়ক উপকরণ তুলে দেন জনাব পল্লব হোম দাস। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন-"প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলবো। পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশুদের অবহেলা করবো না। প্রতিবন্ধী শিশু এবং অভিভাবকদের আনন্দ দানের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় প্রতিবন্ধী এবং অভিভাবকদের পা ধোয়া অনুষ্ঠান এবং রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় দিন সকাল ৮ থেকে ১০ ঘটিকায় প্রতিবন্ধী ও স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনায় সেন্টার ক্যাম্পাসে ক্রুশের পথের অনুষ্ঠান করা হয়। এর পর মূলসুরের উপর সহভাগিতায় ফাদার মার্কুস মূর্মূ বলেন-আমাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের সেবাযত্ন করতে হবে। তাদের মৌলিক চাহিদা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। এর পর প্রতিবন্ধী ও অভিভাবকগণ তাদের জীবন সহভাগিতা করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে।

নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে সেমিনারীয়ানদের তীর্থযাত্রা ও নির্জন ধ্যান

লর্ড রোজারিওঃ "সেমিনারিয়ানরা আশার তীর্থযাত্রী" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে সাধু পিতর সেমিনারির পরিচালকদ্বয় ও সেমিনারিয়ানগণের অংশগ্রহণে ২০-২১ মার্চ নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে সাইকেলযোগে তীর্থযাত্রা ও নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার লিংকন সামূয়েল কস্তা নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন। ফাদার লিংকন কস্তা বলেন, "আমরা এ পৃথিবীতে সকলেই আশার তীর্থযাত্রী। আমরা যিশুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাকে আরো বেশি উপলব্ধি এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারব।" ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার স্বপন পিউরিফিকেশন বলেন, "মা মারীয়া আমাদের সকলকে রক্ষা করেন এবং তিনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আজকে তীর্থের মূল উদ্দেশ্য হলো পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছানো। নির্জন ধ্যান শেষে সেমিনারির পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী বলেন, "পালপুরোহিত ও সহকারী পালপুরোহিতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এ বছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী**, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৮,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১২,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৮,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,৫০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	৩,০০০ টাকা

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

গীতাবলী
খ্রীষ্টযাগ রীতি
ভক্তি-পুষ্প

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে –
ভক্তিপুষ্প * গীতাবলী * মঙ্গলবার্তা * খ্রিস্টযাগ রীতি
* খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
* ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
* এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ রচনাবলী বই
* 'যুগে যুগে গল্প'
* সমাজ ভাবনা
* প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
* বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
* খ্রীষ্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
* বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
* স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
* উত্তরভঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ

প্রথম স্থান
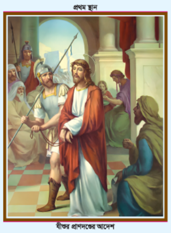
যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ

দ্বিতীয় স্থান
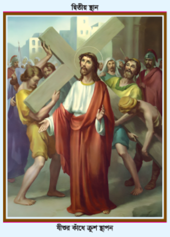
যীশুর কাঁধে ক্রুশ স্থাপন

তৃতীয় স্থান
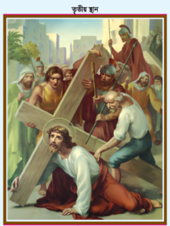
ক্রুশের ভারে যিশুর প্রথমবার পতন

চতুর্থ স্থান
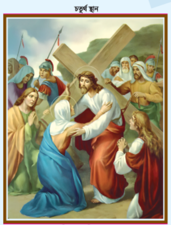
জননীর সাথে যীশুর সাক্ষাৎ

নবম স্থান
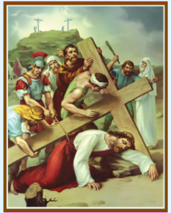
যীশুর তৃতীয়বার পতন

পঞ্চম স্থান
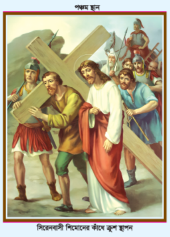
সিরেনবাসী শিমোনের কাঁধে ক্রুশ স্থাপন

এছাড়াও রয়েছে – দুই সাইজের ক্রুশের পথের পুরো সেটের ছবি,
ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১২
✦ ৩০ মার্চ - ৫ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ - ২২ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 12
Regd. No. DA-33
✦ 30 March - 5 April, 2025, ১৬ - ২২ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে আর্থিক সাহায্যের আবেদন

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে, ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান ঢাকা শহরে খ্রিস্টানদের জন্য একটি সুপ্রাচীন কবরস্থান, যেখানে শেষ ঠিকানা গ্রহণ করেছেন দেশী বিদেশী অসংখ্য খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ। ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে এখানে মৃত খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাহিত করা হয়ে আসছে।

বর্তমানে এই কবরস্থানের হাজার বছরের পুরোনো কবর, মিনার, পুরোনো সীমানা প্রাচীর ও কতিপয় স্থাপনা অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। এগুলো ধসে পড়ে যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। জরুরী ভিত্তিতে সীমানা প্রাচীর নতুন করে নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ হাতে নেওয়া আশু প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু উদার ব্যক্তি ও বিদেশী সাহায্য সংস্থার উদার সহযোগিতায় ব্যাপক উন্নয়ন কাজ আমরা হাতে নিয়েছি।

৬.৪৩৬ একর এলাকা জুড়ে কবরস্থানটির চর্তুদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বর্তমান একতলা বিশিষ্ট প্রার্থনা-ভবনের উপরে সিঁড়িসহ দুইতলা নির্মাণ করা, প্রধান ফটক সংস্কার করা, নিরাপত্তা রক্ষী ও কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা, আর্চের উপর বড় একটি ক্রুশ স্থাপন করা, ড্রেন নির্মাণ করা এবং কয়েকটি জরাজীর্ণ সমাধি সৌধ সংস্কার করা খুবই জরুরী।

তাই সকলের কাছে আকুল আবেদন উল্লেখিত নির্মাণ ও সংস্কার কাজে আমাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন। আমরা আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

এখানে শায়িত ভক্তদের জন্য উৎসর্গ করা প্রার্থনার পুণ্য ফল ও আশীর্বাদ আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

বিনীত নিবেদক–

ফাদার আলবার্ট রোজারিও
ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান সমন্বয়ক, ঢাকা খ্রিস্টান সেমিটারী বোর্ড

অনুমোদনে–

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই
ঢাকার আর্চবিশপ ও চেয়ারম্যান, ঢাকা খ্রিস্টান সেমিটারী বোর্ড

বিকাশ নম্বর : ০১৭১৫০২০২৫০
এ্যাকাউন্ট নম্বর : **A/C No. 0125081699005 (One Bank)**

বিজ্ঞ/৭৭/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org